ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 May, 2024 ■ আগরতলা ৩১ মে ২০২৪ ইং ■ ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ঘূর্ণিঝড়ে সবচেয়ে ক্ষতি বিদ্যুৎ ও কৃষি

প্রাথমিক হিসাবে বিদ্যুৎ দপ্তরের ক্ষতি ৫ কোটি টাকার বেশি ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সারা রাজ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিদ্যুৎ ও কৃষি ক্ষেত্রে। প্রাথমিক হিসেব অনুসারে বিদ্যুৎ দপ্তরের ৫ কোটি টাকার বেশী ক্ষতি হয়েছে। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং একথা জানান।

তিনি জানান, রেমাল ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগাম প্রস্তুতি নেওয়ায় রাজ্যে এখন পর্যন্ত কোনও জীবনহানি হয়নি। তবে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রাজ্যের সবকটি জেলায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সারা রাজ্যে প্রায় ৫৫০ কিমি বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনের ক্ষতি হয়েছে, ৮৫০ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ১০০-এর উপর ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে গেছে। বর্তমানে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী সহ ঠিকেদার সংস্থার ৯৯৪ জন কর্মী কাজ করে চলেছেন। ইতিমধ্যেই প্রায় ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ খুঁটি সারাইয়ের কাজ শেষ করা হয়েছে। বাকি খুঁটিগুলির সারাই এবং বসানোর কাজও দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। চিব আরও জানান, সারা রাজ্য থেকে জনসাধারণ তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরে কল করছেন। সবগুলি কলের সমস্যা অতিদ্রুত সমাধান করার জন্য দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবাকে স্বাভাবিক করার জন্য বনদপ্তর, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, রাজ্য প্রশাসন সহ বিভিন্ন দপ্তর মিলিতভাবে কাজ করছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির স্টেট প্রজেক্ট অফিসার শরৎ দাস জানান, রেমালের প্রভাবে রাজ্যব্যাপী ক্ষতির মূল্যায়ন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সহ প্রশাসন উদ্যোগী রয়েছে। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১,৫৭৪টি ঘর রেমাল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যব্যাপী বর্তমানে ১২টি ত্রান শিবির চালু রয়েছে। সেখানে ১,২২০ জন অবস্থান করছেন। পাশাপাশি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির নিরুপণেরও কাজ চলছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিষ সরকার রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির তথ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

সময়ের আগে বর্ষা ঢুকলো রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। আজ ত্রিপুরায় বর্ষা ঢুকেছে। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক সপ্তাহ আগে প্রবেশ করেছে বর্ষা। মৌসম বিভাগ এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছে। এর প্রভাবে আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ ত্রিপুরায় আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করেছে। স্বাভাবিক সময়ের এক সপ্তাহ আগে তা প্রবেশ করেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় অধিকাংশ জায়গায় মাঝারি বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়েছে।

মৌসম বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ১০ জুন ত্রিপুরায় বর্ষা প্রবেশ করেছে।

অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান খাদ্যমন্ত্রীর

রাজ্যে ৭ দিনের পেট্রোল ডিজেল মজুত খাদ্য সামগ্রীও পর্যাপ্ত পরিমানে রয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। রাজ্যে সাত দিনের পেট্রোল-ডিজেল মজুত রয়েছে। পাশাপাশি খাদ্য সামগ্রীও পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। অযথা জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড় লাইনে রেললাইন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাতে, প্রভাব পড়েছে যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলে। ওই সময় রাজ্যে পেট্রোল- ডিজেলের সংকট দেখা

দিয়েছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনুকূলে রয়েছে।

আজ থেকে পর্ষদের মার্কশীট বিতরনের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। গত ২৪ মে প্রকাশিত হয়েছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক এর ফলাফল। তারপর থেকেই পর্ষদ ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশিট এবং শংসাপত্র প্রদানের জন্য কাজ করছিল।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ধনঞ্জয় চৌধুরী জানান, ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে মার্কশিট এবং শংসাপত্রের কাজ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কিছুটা দেরি হয়েছে। শুক্রবার পর্ষদের আওতাধীন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা প্রতিনিধিদের কাছে এই শংসাপত্র গুলি প্রদান করা হবে। তারপর থেকেই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মার্কশিট এবং শংসাপত্র গুলি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুতের দাবিতে পথ অবরোধ, দপ্তরে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, সোনামুড়া, শান্তিরবাজার, ৩০ মে ।। এবার কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত বাগান বাজার এলাকায় খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়কে বিদ্যুতের দাবিতে পথ অবরোধ করল সাধারণ মানুষ। অভিযোগ বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় নাকাল।

অবশেষে কোন উপায় অন্তর না দেখে এলাকাবাসীরা সম্মিলিতভাবে পথ অবরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্বাভাবিকভাবেই এই পথ অবরোধের ফলে রাস্তার দুই ধারে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে যায় কল্যাণপুর থানার পুলিশ।

শেষমেষ তেলিয়ামুড়া থেকে কোন একটা কর্মসূচি শেষ করে খোয়াইতে যাওয়ার পথে অবরোধের মুখে পড়তে হয় জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রনকেও। এরপর জেলাশাসক অবরোধস্থলে গিয়ে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং সমস্যার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার পর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জানা গেছে এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যুৎ নিগমের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এলাকা জুড়ে স্বস্থির আবহ যেমন পরিলক্ষিত হয় ঠিক তেমনি অবরোধও মুক্ত হয় খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়ক।

তবে এটা ঘটনা এই সময়ের মধ্যে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিদ্যুৎ সমস্যা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, এই সমস্যা থেকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন নয় কল্যাণপুর। কল্যাণপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে প্রায় প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ যন্ত্রণার বিভিন্ন খবর সামনে আসছে। সার্বিকভাবে দাবি উঠছে বিদ্যুৎ সমস্যা নির্বাচনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুততার সাথে গৃহীত হোক।

এদিকে, গত ১৫ দিন যাবৎ বিদ্যুৎ সমস্যায় ভুগছেন সোনামুড়া দুর্গাপুরের বাসিন্দারা। তীব্র দাবদাহের মধ্যে এলাকাবাসীরা দিন কাটাচ্ছেন।আজ বাধ্য হয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সোনামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, গত ১৫ দিন ধরে বিদ্যুৎ সমস্যায় ভুগছেন সোনামুড়া দুর্গাপুরের বাসিন্দারা। ওই এলাকায় শতাধিক পরিবার বসবাস করেন। ১৫ দিন ধরে ট্রান্সফরমার নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের নিকট মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করা হলেও সমস্যার সমাধানে কেউ কর্ণপাত করেননি। আজ বাধ্য হয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বিদ্যুৎ দফতরে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। অপরদিকে, দীর্ঘ কয়েকদিন বিদ্যুৎ পরিষেবা না পেয়ে পথ অবরোধে বসলো স্থানীয় লোকজনেরা।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ার পশ্চিম চড়কবাই মগ পাড়ার লোকজনেরা দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ বিদ্যুৎ পরিষেবা না পেয়ে বৃহস্পতিবার পশ্চিম চরচবাই বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাইখোড়া মুহুরীপুর যাতায়তের রাস্তা অবরোধে বসে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আটক ৩ বাংলাদেশী উদ্ধার নগদ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে মহিলা সহ তিনজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে নগদ ভারতীয় ৩ হাজার টাকা এবং বাংলাদেশী ১২০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশী জেরায় তারা স্বীকার করেছে বাংলাদেশী নাগরিক বলে জানিয়েছেন পূর্ব থানার ওসি সনজিত সেন।

পূর্ব থানার ওসি সনজিত সেন জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানা খবর আসে চন্দ্রপুর আই এস বিটিতে সন্দেহভাজন তিনজন ব্যক্তি ঘুরাঘুরি করছেন।সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ সন্দেহভাজন তিনজন নাগরিককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশী জেরায় তাঁরা অবৈধভাবে সোনামুড়া বর্ডার দিয়ে দালালের মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিগমের পরিচালনায় রাজধানীতে হতে চলেছে সিভিল হাসপাতাল ঃ স্বাস্থ্য সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তাই শীঘ্রই আগরতলা আরেকটি সিভিল হাসপাতাল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ওই হাসপাতালের পরিচালনায় থাকবে আগরতলা পুর নিগম। আজ কাঁসারীপট্টিসিত পুর নিগমের পুরনো অফিস পরিদর্শনকালে এমনটাই দাবি করলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে। এদিনের পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব সহ অন্যান্যরা।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্যে দুটি রেফারেল হাসপাতাল জিবি ও আইজিএম’এ রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সে কথা মাথায় রেখে শহরে আরেকটি হাসপাতাল গড়ে তোলার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। যে হাসপাতালটির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে আগরতলা পুর নিগম।এদিন তিনি আরও বলেন, যদি সবকিছু ঠিক থাকে তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই আরও একটি হাসপাতাল তৈরি হতে যাচ্ছে।

বাউন্ডারির দেওয়াল ভেঙে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩০ মে।। বিশ্রামগঞ্জ রামকৃষ্ণ পল্লী এলাকায় আচমকাই ভেঙে পড়লো বিএসএনএল অফিসের বাউন্ডারি ওয়াল। অল্পেতে রক্ষা পেলো গ্রামের তিনটি ছোট্ট শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার। বিপন্ন হয়ে পড়ে এলাকায় বসবাস করা লোকেদের জনজীবন। দ্রুত রাস্তা থেকে পাকা ওয়ালটি সরিয়ে দ্রুত রাস্তাটিতে মানুষ চলাচলের ব্যবস্থা করা না হলে অন্যরকম ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ার দিলেন গ্রামবাসী। পাশাপাশি জেলাশাসকের নিকট দ্বারস্থ হবেন বলেও জানালেন।

জানা যায় বৃহস্পতিবার আচমকাই বিশ্রামগঞ্জ রামকৃষ্ণ পল্লী এলাকায় বিএসএনএল অফিসের সীমানার পাকা ওয়াল আচমকা ভেঙে পড়ে অল্পেতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ১জুন রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ যুব মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। বিরোধীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আগামী ১ জুন থেকে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে নামবে প্রদেশ যুব মোর্চা। বৃহস্পতিবার বাম ছাত্র যুব সংগঠনের বিভিন্ন অভিযোগ খণ্ডন করে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় যুব মোর্চার পক্ষ থেকে। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ যুব মোর্চার মুখপাত্র অম্লান মুখার্জী সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরব হন। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ যুব মোর্চার সহ-সভাপতি ভিকি প্রসাদসহ অন্যান্যরা।

তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে বাম ছাত্র যুব সংগঠনটি রাজ্যে শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে প্রতিবাদের সরব হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান সময়ের তথ্য অন্য কথা বলছে। তিনি বলেন বাম আমলের দেওয়া ১০৩২৩ চাকুরী বেআইনি ছিল। সেগুলি বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর টেট পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্যে ৬৭৬৬ জনকে চাকুরী দিয়েছেন। সেই চাকুরী দল-মত নির্বিশেষে প্রদান করা হয়েছে। যোগ্যতার নিরিখে বিজেপি সরকার চাকুরি প্রদান করেছেন।

শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বামেদের অভিযোগ খন্ডন করে অম্লান মুখার্জি বলেন বামফ্রন্ট আমলে রাজ্যে সাক্ষরতার হার ছিল ৮৭.২২ শতাংশ। বর্তমানে বিজেপি আমলে তা হয়েছে ৮৯.৭৬ শতাংশ। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্য এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য বিষয়ে বাম ছাত্র সংগঠনের বক্তব্যের বিরোধিতা করে যুব মোর্চার সদস্যরা বলেন বর্তমান সময়ে আর রাজ্যে চিকিৎসার অভাবে কারো মৃত্যু হয় না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনলাইন থেকে জিনিস ক্রয় করে প্রতারণার স্বীকার এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ মে ।। অনলাইনে জিনিস ক্রয় করতে যাচ্ছেন তাহলে সাবধান। আপনার অর্ডার করা জিনিসের বদলে বাস্কের ভেতরে থাকছে প্লাস্টিকের খেলনার জিনিস। এই রকম ঘটনা ঘটে গেলে বিলোনিয়াতে। বিলোনিয়া থানাধীন নেতাজি পল্লী এলাকার বাসিন্দা অরূপ দেব গত পাঁচ থেকে ছয় দিন আগে ফেক্টরি টু কাষ্টমার নামে সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেখে লাঞ্চ বক্স অর্ডার করেন, যার মূল্য এক হাজার টাকা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুরিয়ার সার্ভিস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের স্থায়ী উৎসের দাবি

পাহাড়ের গা বেয়ে আসা জল খেয়ে বেঁচে আছেন বাগান পাড়ার জনজাতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের হেজামারা ব্লকের কামুকছড়া ভিলেজের বাগানপাড়ার জনজাতিরা দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে অপরিশ্রুত জল পান করে বেঁচে আছেন। বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম পানীয় জলের সঠিক যোগান নেই তাদের কাছে। যার ফলে এক প্রকার পাহাড় থেকে বেয়ে আসা জল পান করে তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করছেন। এলাকায় কোন ধরনের পানীয় জলের উৎস নেই। তাই উক্ত এলাকায় একটি পানীয় জলের উৎস প্রদান করার জন্য করুন আবেদন জানিয়েছেন তারা রাজ্য সরকারের কাছে।

ওই গ্রামের জনজাতি অংশের লোকেরা বলেন,

দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে তারা পাহাড়ের গা বেয়ে নদী নালা হয়ে আসা জল পান করে কোনক্রমে দিন কাটাচ্ছেন। বৃষ্টি হলে ওই জল পানের অযোগ্য হয়ে ওঠে। এছাড়াও বিভিন্ন গাছপালা পচে ওই জলে পরে।

যার ফলে এমনিতেও ওই জল গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তারপরেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোন উপায় না থাকায় সেই জলে পান করছেন তারা। ওই গ্রামে একটি পানীয় জলের ওই গ্রামে একটি পানীয় জলের উৎস নির্মাণ করে দিক সরকার। যাতে করে এলাকাবাসীরা তাদের শিশুসন্তান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন। এমনটাই দাবি গ্রামবাসীদের।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২২৮ ▫ ৩১ মে ২০২৪ ইং▫ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ▫ শুক্রবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

রাডার বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ

ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন পালক যুক্ত হইল। ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা এই সাফল্যের অধিকারী। দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রাডার বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষায় সাফল্য পেল ভারতের 'প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা'। ওড়িশার চাঁদিপুর উপকুলে রুদ্রম-২ এর সফল উৎক্ষেপণে শুভেচ্ছা জানাইলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।২০২০ সালে চাঁদিপুরে শব্দের চাইতে দ্বিগুণ গতিবেগ সম্পন্ন (সামরিক পরিভাষায় যাকে 'ম্যাক থ্রি' বলা হয়) 'রুদ্রম-১' ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা হইয়াছিল। ডিআরডিও সূত্রে খবর, 'রুদ্রম' শত্রুপক্ষের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়িয়ে রাডার, ট্র্যাকিং এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে সক্ষম। ভারতীয় বায়ুসেনার সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমান থেকে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে এই ক্ষেপণাস্ত্র। ভারতীয় বিমানবাহিনীর জন্য এই প্রথম রাডার বিধ্বংসী 'আকাশ থেকে ভূমি' ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করিল ডিআরডিও। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, সাফল্যের সঙ্গে রুদ্রম-২-এর পরীক্ষা চালানো

হইয়াছে। জাহাজ থেকেও শব্দের চেয়ে বেশি গতি সম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। সব ধরনের পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই মিশাইল। যাহার পর ডিআরডিও এবং ভারতীয় সেনাকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গোপসাগরে চিনা আগ্রাসন যথেষ্ট চিন্তার বিষয় ভারতের কাছে। আন্তর্জাতিক জলসীমায় চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বহুবার সরব

হইয়াছে উপকূলবর্তী একাধিক দেশ। একইসঙ্গে ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইন যুদ্ধের মাঝে জলদস্যুদের দাপট বাড়িয়াছে আরব সাগরেও। জলসীমায় অগ্নিগর্ভ অবস্থার মাঝেই ভারতের হাতে এল মারণ মিসাইল। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করিতে ভারত সর্বদাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। বাজেটের একটা বড় অংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করিয়া থাকে ভারত সরকার। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখিবার তাকে দেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবছর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। শক্তিধর দেশ হিসাবে ভারতের অবস্থান মজবুত করিতেই এই প্রয়াস তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

৩১ মে পর্যন্ত বজায় থাকবে দাবদাহ, দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে জারি সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.): উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে দহনজ্বালা অব্যাহত। গরমে হাঁসফাঁস করছে দিল্লি, রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, এমনকি জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশও। বিগত প্রায় দু''সপ্তাহ ধরে তাপপ্রবাহ চলেছে দিল্লি-সহ উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। গত কয়েক দিন ধরেই তীব্র তাপপ্রবাহের কবলে পড়েছে মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওডিশা ও উত্তর প্রদেশও। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আপাতত গরম রেহাই মিলবে না, ৩১ মে পর্যন্ত বজায় থাকবে দাবদাহ। তারপর কি কমবে গরম, আপাতত সেটা বলতে পারছেন না আবহাওয়াবিদরা।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পঞ্জাব, হরিয়ানা-চণ্ডীগড়-দিল্লি, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওডিশার বিভিন্ন অংশে ৩১ মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজ করবে। এবার গরম কিছুটা কমতে পারে জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশে। জম্মু ও কাশ্মীরের জুনের শুরুতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, প্রবল গরমের মধ্যেই একদিনে ২২০টি আগুন লাগার বিষয়ে ফোন পেয়েছে দিল্লি দমকল। দীপাবলির সময় পাওয়া ফোনকলের থেকেও যা বেশি। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ।

তিলোত্তমায় ফিরেছে ভ্যাপসা গরম, অস্বস্তির মধ্যেও বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ৩০ মে (হি.স.): আবারও ভ্যাপসা গরম ফিরেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। গরমের অস্বস্তিও ফিরেছে। তবে, এই অস্বস্তির মধ্যেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১ জুন, শনিবার বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। ১ জুন থেকে পরপর চার দিনই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.০ ডিগ্রি বেশি।

আগামী শনিবার এবং রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং হুগলিতে ওই দু'দিনই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানে দু'দিনই হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার।

উত্তরবঙ্গে এখন ভারী বৃষ্টি চলছে। ঘূর্ণিঝড় উত্তর দিকে সরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ায় তার প্রভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে উত্তরের জেলাগুলিতেও। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং এবং কালিম্পঙেও।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

পুরীতে ভগবান জগন্নাথের চন্দন যাত্রার সময় দুর্ঘটনা, আতশবাজি ফেটে আহত ২০ জন ভক্ত

পুরী, ৩০ মে (হি.স.): পুরীতে ভগবান জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রার সময় ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি। আতশবাজি ফেটে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন ভক্ত। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন দগ্ধ হয়েছেন। পুরীর জেলাশাসক সিদ্ধার্থ সোয়াইন বলেছেন 'আমাদের অগ্রাধিকার হল আহতদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম চিকিৎসা প্রদান করা। এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, এই ঘটনায় ২০ জন আহত হয়েছে।'

পুলিশ সুপার পিনাক মিশ্র বলেছেন, 'বাজি ফাটানোর সময় আগুনের ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের সবাইকে কটকের এসসিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা এবং তারপর আমরা অন্যান্য বিষয় দেখব আমরা।' বুধবার রাতে ভগন্নাথ জগন্নাথদেবের চন্দন যাত্রায় সময় আতশবাজি ফেটে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা গিয়েছে।

নজরুল না পড়া মানে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে একরকম অস্বীকার করা

নজরুলের কবিতায় রয়েছে রুমি-হাফেজ-সাদির উওরাধিকার। মোহিতলাল বা সত্যেন্দ্রনাথের মতো নজরুল শুধু কবিতায় ফারসি শব্দ ব্যবহার করেননি বরং তাঁর কবিতায় রয়েছে এক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। সেকারণে নজরুলের কবিতায় প্রাচ্যের প্রতিগ্রহণটিকে বোঝা জরুরি। ইউরোপকেন্দ্রিক আধুনিকতার প্রতিগ্রহণে বাংলা আধুনিক কবিতার যে চেহারাটি তখন 'মূলধারা' হিসেবে ছিল নজরুল সেখানে খানিক আলাদা, বেমানানও। প্রায় সমসাময়িক জীবনানন্দকে আধুনিকতার যে বয়ানে আবিষ্কার করা যায়, নজরুলের কবিতা ঠিক একভাবে পড়া যায় না। প্রাগাধুনিক বাংলা কবিতায় আরব-পারস্য সাহিত্যের প্রতিগ্রহণে যে ধারাটি তৈরি হয়েছিল আধুনিক বাংলা কবিতায় নজরুলের হাতে তারই উওরাধিকার বললে কি ভুল বলা হবে? ***রাজ্যেশ্বর সিনা***

'বিদ্রোহী' কবির পরিচয়েই নজরুল ইসলাম জনপ্রিয়। শাসকের হাতে বাজেয়াপ্ত বই, কারাবরণ এবং সর্বোপরি 'বিদ্রোহী'র মতো কবিতার স্মৃতি অতিক্রম করে কবি হিসেবে তাঁকে অন্যভাবে পড়ার কথা প্রস্তাব প্রায় অসম্ভব। পরাধীন ভারতবর্ষে দেশাত্মবোধক বাংলা কবিতায় স্বদেশের শ্রেষ্ঠত্ব, গরিমা অথবা ভালোবাসার আত্মনিবেদনের যে ঘরানা, নজরুলের দেশাত্মবোধক কবিতাকে ঠিক তার উত্তরাধিকারী বলা চলে না। একেবারে গোড়ার দিকে নজরুলের 'হেনা' ও 'ব্যথার দান'-এর মতো প্রেমের গল্পে 'দেশপ্রেম' ও 'আন্তর্জাতিকতা'র যে খোঁজ মুজফর আহমদ পেয়েছিলেন, তার মধ্যেই নজরুলের কবিতার অভিমুখ অনেকখানি নির্দিষ্ট হয়ে আছে। স্কুলজীবনে বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের সূত্রে স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি তাঁর আগ্রহের সূচনার আভাষ মেলে 'কুহেলিকা' উপন্যাসে যেখানে বিপ্লবী শিক্ষক প্রমত্তর খবর স্কুলের কয়েকজন বিপ্লবী ছাত্র ব্যতীত 'বিধাতাপুরুষ জানিতেন না'। তা সত্ত্বেও গুপ্ত বিপ্লবীদের ডেরায় না গিয়ে ১৯১৭ সালে প্রি-টেস্টের পর সেনাবাহিনীতে কেন যোগ দিলেন নজরুল? শুধুই কি বন্ধুর কথায়? কিশোর বয়সের বিপুল অনিশ্চয়তা আর পর-নির্ভরতা কি তাঁকে উন্মুখ করে তুলেছিল জীবিকার জন্য? বিশেষ করে 'ঘর'-এর সঙ্গে একরকমের বিচ্ছেদের সূচনা যে তখনই হয়ে গিয়েছিল তা খানিক বোঝা যায় তাঁর 'ঘরে' না ফিরতে চাওয়ার অভিমানে। মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের স্মৃতিও এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী জীবনেও এই অনিশ্চয়তা আর 'ঘরের খোঁজ', 'ঘর বাঁধতে' না পারার অভিজ্ঞতা তাঁকে একরকম 'মুসাফির' করে তুলেছিল বললে কি খুব অত্যুক্তি হবে? নজরুলের কবিতায় যে 'প্রতিদানহীন ভালোবাসা'র (unrequited love) আদর্শ বা 'ব্যথার দান' গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ হয়ে উঠেছিল তাও এই অভিজ্ঞতার খুব বাইরে নয়।

সেনাবাহিনীর ৪৯ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্ট উঠে যাওয়ার পর নজরুল কি পেশাদার লেখক-কবি হওয়ার প্রত্যাশা নিয়েই কলকাতায় এসেছিলেন? প্রবাসে থাকাকালীন সাময়িকপত্রে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে, এই জোরেই কি আসা সম্ভব ছিল? নিজের প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশের পর কৃতজ্ঞ নজরুল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সহ-সম্পাদককে লেখেন--- 'সৈনিকের বড্ড কষ্টের জীবন। আর তাঁর চেয়ে হাজারগুণ পরিশ্রম করে একটু-আধটু লিখি। আপনার পছন্দ হল কিনা, জানবার জন্য আমার নাম-ঠিকানা লেখা একখানা stamped খামও দেওয়া গেল এর সঙ্গে।'

সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার মধ্যে জীবনীকাররা অনেকেই ব্যক্তিগত প্রেমের প্রত্যাখানের গল্প শুনিয়েছেন এবং করাচি প্রবাসের পর কলকাতায় ফিরে আসার সময় তাঁর সঙ্গে থাকা সামান্য কিছু জিনিসের সঙ্গে প্রেমিকার 'চুলের কাঁটা'র সূত্রে এর সমর্থন জানিয়েছেন। এই একটিমাত্র কারণই নয়, সম্ভবত যুদ্ধে যাওয়ার মধ্যে ছিল অস্ত্রচালনার গৌরব অর্জনের ইচ্ছে যাকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে অনেকেই মনে করেছিলেন। 'রিক্তের বেদন'-এ নজরুল লিখেছেন--- ''জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্যে সে কোন অদেখা দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে এ কী অগাধ অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটে চলেছে তরুণ বাঙালিরা, ---আমার ভাইরা! খাকি পোশাকের স্নান আবরণে এ কোন প্রাণভরা আগুন চাপা রয়েছে! তাদের গলায় লাখো হাজার ফুলের মালা দোল খাচ্ছে, ওগুলো আমাদের মায়ের দেওয়া ভাবী বিজয়ের আশিস-মাল্য, --- বোনের দেওয়া স্নেহবিজড়িত অশ্রুর গৌরবোজ্জ্বল কমহার।'' সেনাবাহিনী ছেড়ে আসার পরেও নিজের 'হাবিলদার পোশাক'-এর প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণের স্মৃতিও এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

নজরুলের কবি জীবনের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে সেনাবাহিনীর কর্মজীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকলেও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক এখানেই গভীর হয়। দ্বিতীয়ত, নানা ভাষা-নানা মতের ভারতবর্ষকে চেনার সুযোগ। তৃতীয়ত, দেশ-বিদেশের রাজনীতির খবরা-খবরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ। মনে রাখা দরকার, অনিয়মিত হলেও তখনকার গুরুত্বপূর্ণ বাংলা সাময়িকপত্রের সঙ্গে এখানেই তাঁর যোগাযোগ তৈরি হয়। নজরুলের কবিতা বিষয়ক কোনও প্রস্থান বিবেচনার ক্ষেত্রে এই তিনটি প্রসঙ্গই অপরিহার্য। এটা ঠিকই যে মুজফর আহমেদের সঙ্গ এবং 'ধূমকেতু' থেকে 'গণবাণী' পর্যন্ত অভিযাত্রায় নজরুল যে রাজনৈতিক চেতনা অর্জন করেছিলেন সেটাই তাঁর কবিতার প্রধান ভরকেন্দ্র। তাই নজরুলের দেশপ্রেমের কবিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল এক আন্তর্জাতিক বিশ্ববীক্ষা। এখানেই তিনি নতুন, অভিনব। লেখা-লেখির শুরুর দিকে 'লাল ফৌজ' থেকে 'কামাল পাশা'-র মধ্যে যে বিস্তার প্রত্যক্ষ করা যায় সেটিকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁর দেশপ্রেমের কবিতা পড়া অসম্ভব!

সেনাবাহিনীর ৪৯ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্ট উঠে যাওয়ার পর নজরুল কি পেশাদার লেখক-কবি হওয়ার প্রত্যাশা নিয়েই কলকাতায় এসেছিলেন? প্রবাসে থাকাকালীন সাময়িকপত্রে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে, এই জোরেই কি আসা সম্ভব ছিল? নিজের প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশের পর কৃতজ্ঞ নজরুল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সহ-সম্পাদককে লেখেন--- 'সৈনিকের বড্ড কষ্টের জীবন। আর তাঁর চেয়ে হাজারগুণ পরিশ্রম করে একটু-আধটু লিখি। আপনার পছন্দ হল কিনা, জানবার জন্য আমার নাম-ঠিকানা লেখা একখানা stamped খামও দেওয়া গেল এর সঙ্গে।' প্রত্যুত্তরে নিজের ওপর একরকমের প্রত্যয় জন্মাতে শুরু করেছিল বলেই লিখতে পেরেছিলেন— ''আপনার এরূপ উৎসাহ বরাবর থাকলে আমি যে একটি মস্ত-জবর কবি ও লেখক হব, তা হাতে কলমে প্রমাণ করে দিব।'' শুরুর দিকে নজরুলের লেখালখির যে খুব তারিফ জোটেনি এবং রবীন্দ্রনাথের লেখার 'অক্ষম' অনুকরণের অভিযোগের কথাও অনেকে তুলেছিলেন সেকথা স্মৃতিকথায় কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। 'সবুজপত্র'-এ পাঠানো তাঁর হাফেজের অনুবাদ না ছাপানোর কথা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন। এইরকম পরিস্থিতিতে কবি হিসেবে নজরুল ইসলামের স্বীকৃতির পিছনে মুসলমান বাঙালির আত্মপরিচয়ের ইতিহাসের খোঁজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এসব খুব একটা খেয়াল করা হয় না যে, ১৩২৬ শ্রাবণ থেকে ১৩২৮ চৈত্রের মধ্যে নজরুলের রচনার অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছিল 'নূর', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ও 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায়। 'ভারতবর্ষ', 'বঙ্গবাণী', 'নারায়ণ', 'সাধনা' প্রভৃতি পত্রিকাতেও স্বল্প কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। নবোদ্ভূত শিক্ষিত মুসলমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্যোগে সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে যে নবচেতনা প্রকাশ ও প্রচারের আয়োজন দেখা যায় সেখানে পত্র পত্রিকাগুলির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। উনিশ শতকের শেষ কয়েক দশক থেকেই 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' বয়ানের বিপরীতে বিকল্প বয়ান রচনার পাশাপাশি মুসলমান সমাজের নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা শুরু হয়। যদিও শুরুতে মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ ও হিন্দুর বয়ানে মুসলমান সমাজের নেতিবাচক যেসব বিবরণ দীর্ঘসময় ধরে দেওয়া হয়েছিল তারই প্রত্যুত্তর দেওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল লেখক-কবিদের। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর প্রতিষ্ঠানে মুসলমান বাঙালি যে 'অনাহূত' সেই খেদোক্তিও শহীদুল্লাহকে করতে হয়েছিল। এই পরিণামেই 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সূচনা। কার্যত নামে 'মুসলমান' শব্দটি জুড়ে থাকলেও 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' যে একটি অসাম্প্রদায়িক পত্রিকা হিসেবে 'হিন্দু সমাজের কাছে' 'মুসলমান সমাজের ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি'-র কথা তুলে ধরতে চায় সেকথা সংগঠকরা নিজেরাই লিখেছেন। কাজেই নজরুল ইসলামের মতো কবি-লেখককে পেয়ে তাঁরা যে আহ্লাদিত হবেন, তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া মুদ্রণ সংস্কৃতির যুগে মুসলমান বাঙালির রেপ্রেসেন্টেশনই বা কোথায়? যেটুকু ছিল তার সিংহভাগই নেতিবাচক। সেখানে না আছে মুসলমান বাঙালির সমাজ-পরিবারের ছবি, না আছে তাঁর সাংস্কৃতিক উওরাধিকারের কোনও চিহ্ন। নজরুলের প্রথম দিকের আখ্যানে মুসলমান বাঙালি সমাজের প্রতিবেশ আর চরিত্রদের উল্লেখ কি একরকমের আত্ম-অন্বেষণ নয়?

যে বাঙালি যুবকের কাছে প্রেমিকার স্মৃতির সঙ্গেই জুড়ে ছিল 'লাল ফৌজ' সেও তো আসলে নিজের ক্ষুদ্র 'আমি'কে ছাপিয়ে নতুন বিশ্ববীক্ষার মন্ত্রে পরিচিত হতেই উৎসুক। 'শাতইল আরব', 'মোহারম', 'কোরবাণী'র মতো কবিতায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গগুলি শতকরা সেই প্রায় পঞ্চাশ ভাগ মানুষের অনালোচিত, অনুল্লেখিত ইতিহাসের দিকে আমাদের ফিরিয়ে দেয় না? মনে রাখতে হবে ১৮৭২ অবিভক্ত বাংলার সেন্সাস রিপোর্টে হিন্দু-মুসলমানের আনুপাতিক হার প্রায় সমান- সমান হলেও আধুনিক মুদ্রিত সাহিত্যে তার কোনও ছাপই ছিল না। নজরুলের এইসব কবিতা অনেকাংশেই ইতিহাসের এই দায়িত্ব পালন করেছে। 'সওগাত' সম্পাদক নাসিরুদ্দিনের স্মৃতিকথায় নজরুলের বয়ানে প্রগতিশীল তরুণ মুসলিমদের রুচির ওপর ভরসা করে পত্রিকাকে চিত্র সম্বলিত আধুনিক করে তোলার বাসনার মধ্যেই এই ইতিহাসবোধের ইঙ্গিত আছে। তাছাড়া নজরুলের কবি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা 'সওগাত' ছাড়া যে প্রায় অসম্ভব ছিল, অনেক পরে পত্রিকার রজত জয়ন্তী বর্ষের সভাপতির ভাষণে কথাটা তিনি নিজেই বলেছিলেন। এটা যে অত্যুক্তি নয় সেটা বোঝা যায় জনপ্রিয় বাজেয়াপ্ত বইগুলো থেকে একপয়সা রয়ালিটি না পাওয়ার দিনে বিপর্যস্ত কবির পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে। যদিও রক্ষণশীলদের 'ইসলাম দর্শন', 'ইসলাম প্রচারক'-এর মতো পত্রিকাগুলি নজরুলের ব্যক্তিগত জীবন ও কবিতার দোহাই দিয়ে তাঁকে 'কাফের' বলতে কসুর করেনি। ১৯২৫ সালে 'মোসলেম জগত'-এর মতো পত্রিকা ব্যাপারটাকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। দেশবন্ধুর আকস্মিক প্রয়াণের স্মৃতিতে লেখা 'ইন্দ্রপতন' কবিতায় পয়গম্বরের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের তুলনাই এর কারণ। নজরুল যে প্রথম এ কাজ করলেন তা নয়; প্রাগাধুনিক বাংলায় 'নবীবংশ', 'রসুলচরিত'-এর মতো রচনায় নবী বা রসুলের প্রসঙ্গে উপমান ব্যবহারে হিন্দু পৌরাণিক দেবতাদের দৃষ্টান্ত অনেক। নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসেও নজরুল বরাবরই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ঐক্যেই গুরুত্ব দিয়েছেন। দেশবন্ধুর 'বেঙ্গল ইমপ্যাক্ট' তাঁর কাছে আদর্শ ছিল। কংগ্রেসের পলিটিক্যাল লাইনে 'বেঙ্গল ইমপ্যাক্ট' বাতিল হওয়ার ঘটনা এবং দেশবন্ধুর মৃত্যু তাঁকে প্রবল বিচলিত করেছিল। যদিও পরের দিকে লেখা 'মন্দির ও মসজিদ', 'হিন্দু-মুসলমান' প্রভৃতি রচনায় নজরুল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধিতা করে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যেই সারাজীবন গুরুত্ব দিয়েছেন। একদিকে ভারতীয় দর্শন, অন্যদিকে ইসলামি সুফি দর্শন মিলিয়ে দারা শিকোহর 'মাজমা 'উল বাহরায়েন'-এর নজরুল কৃত যে অনুবাদের সন্ধান অধ্যাপক আবুল হাসনাত 'দুই সমুদ্রের মিলন'-এর মধ্যে দেন তাকে বাদ দিয়ে নজরুল পড়া অসম্ভব।

নজরুলের কবিতায় রয়েছে রুমি-হাফেজ-সাদির উওরাধিকার। ১৯১৯ সালের 'ব্যথার দান'-এই সাদির গোলেস্তান, বোস্তান-এর উল্লেখ পাই আর হাফেজ তো 'শিরাজের বুলবুল'। 'রিক্তের বেদন'-এর 'সালেক' আসলে হাফেজের এক গজলেরই কাহিনিরূপ। এরকম উদাহরণ অজস্র। আসল কথা হল মোহিতলাল বা সত্যেন্দ্রনাথের মতো নজরুল শুধু কবিতায় ফারসি শব্দ ব্যবহার করেননি বরং তাঁর কবিতায় রয়েছে এসবের এক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। সেকারণে নজরুলের কবিতায় প্রাচ্যের প্রতিগ্রহণটিকে বোঝা জরুরি। ইউরোপকেন্দ্রিক আধুনিকতার প্রতিগ্রহণে বাংলা আধুনিক কবিতার যে চেহারাটি তখন 'মূলধারা' হিসেবে ছিল নজরুল সেখানে খানিক আলাদা, বেমানানও। প্রায় সমসাময়িক জীবনানন্দকে আধুনিকতার যে বয়ানে আবিষ্কার করা যায় নজরুলের কবিতা ঠিক একভাবে পড়া যায় না। প্রাগাধুনিক বাংলা কবিতায় আরব-পারস্য সাহিত্যের প্রতিগ্রহণে যে ধারাটি তৈরি হয়েছিল আধুনিক বাংলা কবিতায় নজরুলের হাতে তারই উওরাধিকার বললে কি ভুল বলা হবে? তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসির শব্দ ব্যবহারের মূল রহস্য পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান। আসলে ফারসি কবিতার যে 'এসেন্স' সেটাই নজরুলের কাব্যাদর্শ। 'প্রতিদানহীন ভালোবাসা' যা অন্যের প্রতিদানে ধন্য হয় না বরং আঘাত আর 'ইনতিজার'-এই সে ধন্য হয়ে ওঠে। নিজেকে যে 'মরু মুসাফির' বললেন তাও কি এই দর্শন-লব্ধ নয়? ভারতীয় কবিতার উত্তরাধিকারকেও বোধহয় বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত ওমর খৈয়ামের প্রভাবের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। কাজেই 'অশিক্ষিত', 'হুজুগে কবি'-র তকমা দেওয়ার আগে ইতিহাসলগ্ন হয়ে এই নান্দনিক বোধের কথা ভেবে দেখা একবার প্রয়োজন। শুধু তাই কেন, বাংলা কবিতায় ভারতীয় ও প্রাচ্য কবিতার বিপুল সম্ভারকে উন্মুক্ত করে নজরুল একরকমের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আজকের দিনে সংস্কৃতির এই উত্তরাধিকার বোঝার ও বহন করার দায় কি আমাদের একেবারেই নেই?

চিন্তা ও রুচির দুর্ভিক্ষের কোনও ছবি হয় না, বলেছিলেন জয়নুল আবেদিন

সমীর মণ্ডল

গত শতকের চারের দশক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সারা পৃথিবী বেসামাল। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে বাংলা সাহিত্যে সূচিত হল এক বিপুল পরিবর্তন। সাহিত্যকর্মের সীমানা নির্দিষ্ট পরিসরের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে গেল। সাহিত্যের এলাকায় উঠে এল দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ। ধনীদের রাজনীতি। সাধারণ মানুষেরও রাজনীতি চেতনা। রবীন্দ্রনাথ নেই। তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতি— এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তখন বাংলা সাহিত্যের দায়িত্বভার। অন্যদিকে শিল্পকলার এলাকায় যাঁদের নাম প্রথম সারিতে তাঁদের থেকে একটা নাম বেছে নিলাম, তিনি শিল্পী জয়নুল আবেদিন। আজকের আলোচনার নায়ক। তেতাল্লিশের মন্বন্তর প্রসঙ্গে আজ জয়নুল আবেদিনের কথা বলব, যার বহু ছবিতে ধরে রাখা আছে সেই মন্বন্তরের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সীমাহীন যন্ত্রণা। তাঁর শিল্পের আলোয় আমরা আর একবার পিছনে ফিরে দেখে নিতে চাই ছবির নান্দনিকতা, বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিত আর দর্শকের অনুভূতির খুঁটিনাটি। জয়নুল আবেদিন টেবিলে আমার সামনে প্লেটে টেম্পুরা ব্যাটারে ভাজা সার্ডিন মাছ আর ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ। ডানদিকে আইপ্যাড। পশ্চিমে আরব সাগরের কাছে, স্বচ্ছল পরিবেশে পড়ন্ত বিকেলে আমি আইপ্যাডে লিখতে বসেছি তেতাল্লিশের মন্বন্তরের কথা। মানে সেই সময়টার ছবিটা আর একবার ধরতে চেষ্টা করছি বলা ভালো। সময় কত দ্রুত আলাদা হয়ে যায়। তেতাল্লিশের মন্বন্তর বলতে ১৯৪৩ সালে বাংলার সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। বাংলায় সেটা ১৩৫০, তাই 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামেও পরিচিত। ৩০ লক্ষেরও বেশি (যদিও দুর্ভিক্ষের সময় মারা যাওয়া ব্যক্তির সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে নানা মত রয়েছে) সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ যখন মারা যাচ্ছে অনাহারে, তখনকার সেই বিষয় সাহিত্য, শিল্পকলার ফ্রেমে এনে চিন্তা করাও তো চট করে হয় না। একটু কেমন যেন গুরুচণ্ডালী মনে হয়। তবে আমাদের অনুভূতি এখনও অনেকটা ভেঁতা হয়ে যায়নি আর কৌতূহলেরও শেষ নেই।

আজকাল আমরা অবাক হতে ভুলে গিয়েছি। সহজেই আর অবাক হই না সব কিছুতে। আনন্দ হয় না আনন্দের গান শুনে। হাসিও পায় না সহজ কৌতুকে। রাগমালা সিরিজের ছবি দেখলে দর্শকের মনে কি সংগীতের সুর আসে কিংবা মনে আসে ভোরবেলা, আধো অন্ধকার, রৌদ্রদগ্ধ দুপুর কিংবা গোধূলি অথবা মধ্যরাতের নীরবতা? 'মেঘ মল্লার' নামটা শুনলে কি বৃষ্টি নামে মনে? কখনও বা শীতলতা কিংবা আগুন?

আজকাল আমরা অবাক হতে ভুলে গিয়েছি। সহজেই আর অবাক হই না সব কিছুতে। আনন্দ হয় না আনন্দের গান শুনে। হাসিও পায় না সহজ কৌতুকে। রাগমালা সিরিজের ছবি দেখলে দর্শকের মনে কি সংগীতের সুর আসে কিংবা মনে আসে ভোরবেলা, আধো অন্ধকার, রৌদ্রদগ্ধ দুপুর কিংবা গোধূলি অথবা মধ্যরাতের নীরবতা? 'মেঘ মল্লার' নামটা শুনলে কি বৃষ্টি নামে মনে? কখনও বা শীতলতা কিংবা আগুন? একটা কেমন ভার্চুয়াল রিয়ালাটির মধ্যে আমরা আপাতত। টেলিভিশনের পর্দায় সংবাদে রিয়াল টাইমে একটি মানুষকে হত্যা করার দৃশ্য দেখেও সেটাকে সিনেমা বলে উড়িয়ে দিই, বরং ক্যামেরাম্যানের দক্ষতার প্রশংসা করি। রিমোট কন্টোলের বোতাম টিপে চলে যাই নাচের দৃশ্যে কিংবা সুস্বাদু খাবারের চ্যানেলে।

ছবি বা শিল্পকলা দেখে মানুষ ভয় পায়? ছবি দেখে, ভয়ের গল্প শুনে, সিনেমা দেখে ভয় পাওয়া যায় না আজকাল। পিকাসোর 'গ্যেরনিকা' দেখে আমাদের তো ভয় হয় না। মনে হয় একটি বুদ্ধিমান শিল্পীর মস্তিষ্কপ্রসূত যুদ্ধের ডিজাইন। আমরা আসলে বহুকাল ধরে ভীষণ সুখী এবং সুরক্ষিত। ভয় পেতে হলে একটা ভয়ের মধ্যে থাকতে হয়। ভয় যাপন। চাই একটা বড় ধাক্কা, একটা ভয়ানক ভয়। মহামারী, অতিমারী, মন্বন্তর, দুর্যোগ কিংবা যুদ্ধ। একটা ভয় পাওয়ার সুযোগ সাম্প্রতিককালে এসে চলে গেল আমাদের জীবনে। সত্যিকারের ভয়। ভয় দেখাল 'করোনা ভাইরাস'। বোঝা গেল মানুষের প্রকৃত রূপ, তার স্বরূপ। কিন্তু তেমন শিল্প বা সাহিত্য হল কই! না কি মানুষ বুঝে গিয়েছিল, এ মানুষেরই তৈরি ভয় পাওয়ানোর খেলা। তবে হ্যাঁ, মগজ থামেনি, থামেনি সৃজনশীলতা, ঝড় বয়ে গেছে আধুনিক প্রযুক্তির। ডিজিটাল আর বেতার তরঙ্গে বিরামহীন যাতায়াত। বলতে গেলে 'এ.আই' যুগের সূচনা। মানুষের তৈরি মহামারী, মন্বন্তর বলতে সত্যজিৎ রায়ের ছবির কথা মনে পড়ছে। 'অশনি সংকেত'। 'গণশত্রু'। প্রথমটি মন্বন্তরে প্রকৃতি ও মানুষ নিয়ে একটি অসাধারণ শিল্পকর্ম। দ্বিতীয়টি উনিশ শতকের একটি নাটক। ইবসেন 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল' নাটকটি লিখেছিলেন ১৮৮৭ সালে। বিশ শতকের ছবি 'গণশত্রু' আর আজ একুশ শতকেও কত প্রাসঙ্গিক! এখনও কিছু মানুষের লোভ, অন্ধ বিশ্বাস ও স্বার্থপর মানসিকতার কারণে এখনও ভুক্তভোগী হয় অসংখ্য সাধারণ মানুষ। মহৎশিল্পের কাজ কিন্তু মানুষকে জাগানো, সচেতন করা।

কী ছবি আঁকতেন জয়নুল আবেদিন? এঁকেছেন মানুষ। জীবনযাপন, প্রকৃতি, প্রাচুর্য, দারিদ্র। কৃষি কাজ, নৌকা, গরুর গাড়ি, গরু-ছাগল, ঝড়ের ছবি আর আগুন। এঁকেছেন জীবনসংগ্রামের ছবি আর বাঙালির স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা। মন্বন্তরে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা কঙ্কালসার মানুষ অথবা ডাস্টবিনে খাবারের সন্ধানে কাকেদের সঙ্গে। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার জন্যই বিশেষ খ্যাতি। গ্রামবাংলার উৎসব নিয়ে আঁকেন বিখ্যাত ৬৫ ফুট দীর্ঘ ছবি 'নবান্ন' ১৯৭০ সালে। শুধু তুলির টানে কেবলমাত্র কালো কালিতে আর জলরঙে আঁকা নবান্ন। বিশেষ কোনও ঘটনা বা দুর্যোগে বিভিন্ন সময়ে এঁকেছেন বড় বড় আরও অনেক ছবি। আমাদের পরিচিত শিল্পী রফিকুন নবীর কথায়—উনি যে শিল্পচর্চা করতেন, তার মূল ক্ষেত্র ছিল মানবতা। তাঁকে 'মানবতার শিল্পী' বলা হয়। সে কারণে বিশ শতকে আধুনিক চিত্রকলা চর্চার যে জগৎ, সে সবের মধ্যে পুরোপুরি না গিয়ে তিনি আমাদের দেশ, এই অঞ্চল, এখানকার মানুষ, প্রকৃতি—এসব নিয়ে কাজ করেছেন। কাজ করেছেন দুঃখ-কষ্ট, অভাব অনটন নিয়ে। শুরুটা সেই তেতাল্লিশের মন্বন্তরে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

লুপ্তপ্রায় প্রজাতির বন্য প্রাণী সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

হলোঙ্গাপার গিবন অভয়ারণ্যে বৃক্ষচারী প্রজাতির চলাচলের সুবিধার জন্য ক্যানোপি ব্রিজ স্থাপন

Source : Wildlife Institute of India

মালিগাঁও, ৩০ মে, ২০২৪: বিরল এবং লুপ্তপ্রায় প্রজাতি সহ বণ্যপ্রাণীদের সুরক্ষার জন্য ভারতীয় রেলওয়ের নীতির অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকেও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের যে সমস্ত স্থানের বনাঞ্চল অথবা অভয়ারণ্য দিয়ে রেলওয়ে লাইন অতিক্রম হয়েছে সেই সমস্ত স্থানে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অসমের যোরহাট জেলার গিবন অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে রেল লাইন, যেখানে বাস করে বিরল প্রজাতির হলক গিবন, যেগুলি বৃক্ষচারী প্রজাতির। সুতরাং, এই বিরল প্রজাতিটি যাতে ওই অভয়ারণ্যকে বিভক্ত করা রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রম করতে সক্ষম হয় তার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অসম বন দপ্তর, ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া এবং সমস্ত অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করে অভয়ারণ্যের ভেতরে ক্যানোপি ব্রিজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ নেওয়া হয়েছে।

বৃক্ষচারী প্রজাতির এই প্রাণীগুলি যাতে রেলওয়ে ট্র্যাকের এক অংশ থেকে আরেক অংশে সহজে যাতায়াত করতে পারে তার জন্য এই ক্যানোপি ব্রিজগুলি নির্বাচিত স্থানগুলিতে স্থাপন করা হবে। রেলওয়ে ট্র্যাকের উপরে ক্যানোপি ব্রিজ স্থাপনের জন্য অসম বন দপ্তরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে ডিজাইন ও আনুমানিক হিসেব জমা করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সাথে আলোচনা করে এই ডিজাইন তৈরি করেছে ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া। অসম বন দপ্তরের দ্বারা এই ক্যানোপি ব্রিজগুলি স্থাপনের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ইতিমধ্যে ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আনুমানিক অর্থরাশিও জমা করেছে।

উপযুক্ত ও উচ্চমানের বেঁধে রাখার উপকরণ ও কৌশল ব্যবহার করে ক্যানোপি ব্রিজগুলির শেষপ্রান্তের পাশাপাশি নটগুলিকে সুরক্ষিত এবং টাইট করা হবে। দুর্ঘটনাবশত ব্রিজ থেকে পড়ে গেলে এই বিরল প্রজাতির প্রাণীগুলি যাতে রক্ষা পায় তার জন্য একটি ফেইল-সেফ প্রক্রিয়া হিসেবে মূল টুইন-রোপ ব্রিজের নীচে সেফটি নেট স্থাপন করা হবে। এই ক্যানোপি রোপ ব্রিজগুলি এমনভাবে স্থাপন করা হবে যাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য লতাপাতার মতো প্রাকৃতিক উপাদানগুলি রোপ ব্রিজের দুপাশে লেগে থাকতে পারে, এর ফলে বন্যপ্রাণীগুলির চলাফেরায় সাহায্য হবে এবং রোপ ক্যানোপি ব্রিজের চারদিকে কেন্দ্রীভূতভাবে একটি হাইব্রিড (অথবা সেমি-আর্টিফিসিয়াল) বিন্যাসের আকার ধারণ করবে।

সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বন দপ্তরের সাথে আলোচনা করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর প্রজাতিগুলিকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে সম্ভাব্য সমস্ত স্থানে পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

মালা, সায়নীর প্রচারে মমতার পদযাত্রা

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): বুধবারের পর বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলকাতার প্রার্থী মালা রায় এবং যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী সায়নী ঘোষের সমর্থনে পদযাত্রা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটে থেকে মিছিল শুরু করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে দুই তৃণমূলের প্রার্থী মালা রায় এবং সায়নী ঘোষের সমর্থনে শেষ বেলার প্রচারে হাঁটেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। যাদবপুরের সুকান্ত সেতু থেকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি হয়ে হরিশ মুখার্জি রোড ঘুরে গোপালনগর সংযোগস্থল পর্যন্ত দুই লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থীর সমর্থনে পদযাত্রা করেন মমতা।

বুধবার যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে জনসভা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ওই সন্ধ্যায় যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর সমর্থনে পথযাত্রা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার শেষ বেলার প্রচারে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে পদযাত্রা করেন খোদ তৃণমূলনেত্রী।

অবসরে গেলেন ইতালির তারকা ফুটবলার

রোম, ৩০ মে (হি. স.): বুধবার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে অবসরের ঘোষণা করলেন ইতালির লিওনার্দো বোনুচ্চি। ২০২৪—এ এসে দীর্ঘ ১৯ বছরের কেরিয়ার থেমে গেল।

নিজের অফিশিয়াল 'এক্স' হ্যান্ডলে পোস্ট করে বুধবার রাতে বোনুচ্চি অবসরের কথা জানান। ৫৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে তিনি বলেছেন, 'বড় কিছু অর্জনের স্বপ্ন দেখেছি। নিজের ওপর আস্থা রেখেছি যে প্রতিকূলতা ছাপিয়ে উদযাপন করব। একজন খেলোয়াড় হিসেবে সবকিছু পেরেছি।' ভিডিওর ক্যাপশন ছিল, 'চিরন্তন ১৯।' বোনুচ্চি খেলেছেন ১৯ নম্বর জার্সি পরে।

জুভেন্টাস , ইতালিয়ান ক্লাবটি লিখেছে, ' লিও যেভাবে সুতোয় আমাদের বেঁধে রেখেছেন, তা ছিড়ে যাওয়ার মতো না। লিও জীবনের নতুন অধ্যায় গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। সেজন্য তাকে জানাই শুভকামনা।'

বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্ট গণমাধ্যম গড়ে তুলতে হবে-- স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ৩০।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমাধ্যম কর্মী ও সাংবাদিকদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছেন। তাঁর সময়েই বেসরকারি খাতে টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে অনলাইন পোর্টালগুলোকে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকদের কল্যাণের জন্য জাতীয় সংসদ থেকে ''বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট'' আইন পাশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা একজন গণমাধ্যমবান্ধব প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বৃহস্পতিবার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে দৈনিক গণকন্ঠ পত্রিকার ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এসব কথা বলেন। দৈনিক গণকন্ঠ- এর সম্পাদক ও প্রকাশক এবং টেলিলিংক গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন জিটু এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ ক ম মোজ্জাম্মেল হক এমপি। এছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এইচ এম ইব্রাহিম এমপি।

স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রুপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গণমাধ্যমকে ''স্মার্ট গণমাধ্যম'' হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

স্পীকার বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চায় এবং দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রযাত্রায় গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যম কর্মীরা নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করলে গণমাধ্যম কার্যকর হয়ে ওঠে।

তিনি বলেন, স্বাধীন গণমাধ্যমের প্রসারের মাধ্যমেই গণতন্ত্র সুসংহত হয়। স্পীকার বলেন, সরকারের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা সরকারকে শক্তিশালী করে। তবে অপপ্রচার বন্ধেও সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, সাংবাদিকতার মত চ্যালেঞ্জিং পেশায় যেসকল নারীরা যুক্ত রয়েছেন, তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সুযোগ করে দিতে হবে।

স্পীকার বলেন, দৈনিক গণকন্ঠ দেশের অন্যতম পাঠক সমাদৃত পত্রিকা। সুদীর্ঘ ৫৩ বছর ধরে পত্রিকাটি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। তিনি বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে যেসকল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন হচ্ছে, সেগুলোর সমস্যা-সম্ভাবনা সরকারের নিকট তুলে ধরে পত্রিকাটি জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। তিনি বলেন, দৈনিক গণকন্ঠকে গণমানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে।

এসময় স্পীকারকে দৈনিক গণকন্ঠ-এর পক্ষ থেকে উত্তরীয় ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো: আমিন হেলালী, ওয়েলকেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান বদিউজ্জামান মিঠু, নতুনধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: সাদী উজ জামানসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং গণমাধ্যম কর্মীরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কার্লসেনকে হারিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন প্রজ্ঞানন্দ

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): ক্লাসিকাল দাবায় এই প্রথম কার্লসেনের বিরুদ্ধে জিতে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন প্রজ্ঞানন্দ। ঘরের মাঠে ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমে তৃতীয় রাউন্ডে হারিয়ে দেন বিশ্বের এক নম্বর ম্যাগনাস কার্লসেনকে। তৃতীয় রাউন্ডের পর ৯ পয়েন্টের মধ্যে প্রজ্ঞার অর্জন ৫.৫ পয়েন্ট।এই প্রথমবার কার্লসেনকে ক্লাসিকাল দাবায় হারালেন প্রজ্ঞানন্দ।

গুরু বিশ্বনাথন আনন্দকে টপকে কয়েক মাস আগে ভারতের এক নম্বর দাবাড়ু হয়েছেন ১৮ বছরের ছোট্ট প্রজ্ঞানন্দ। তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ভারতের। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে বেশি সময় নিল না। বৃহস্পতিবার কার্লসেনের কাছে হেরে যাওয়া বদলা নিলেন প্রজ্ঞানন্দ, সেই সঙ্গে নতুন ইতিহাস রচনা করে ফেললেন। বিশ্বের এক নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এই জয় আগামী দিনে প্রজ্ঞানন্দকে আন্তর্জাতিক চেজ সার্কিটে আরও অনেক দূর নিয়ে যেতে আত্মবিশ্বাস যোগাবে এ নিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে গভীর খাদে পড়ল বাস; মৃত্যু ৭ জনের, আহত ২৮ জন

জম্মু, ৩০ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে গভীর খাদে পড়ল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ২৮ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু জেলার আখনুরের চুঙ্গি মোড় এলাকায়। জম্মু-পুঞ্চ হাইওয়ে থেকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই বাসটি।

পুণ্যার্থীদের নিয়ে যাচ্ছিল বাসটি, আচমকাই পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় বাসটি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, পুলিশ ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল ২৮ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

"মোদী আসছেন না", মমতার হুঁশিয়ারির সঙ্গে যুক্ত হল 'খুব সম্ভবত' এবং 'যদি'

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): লোকসভা নির্বাচনের গোটা প্রচার পর্বে নরেন্দ্র মোদী এবার আর ক্ষমতায় আসছেন না বলে বারেবারেই দাবি করতে শোনা গিয়েছে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর প্রচার পর্বের শেষ লগ্নেও কার্যত সেই একই দাবি শোনা গেল মমতার মুখে। তবে, কথাটার আগে যুক্ত হল 'খুব সম্ভবত' এবং 'যদি'। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে যাদবপুরের দলীয় প্রার্থী সায়নী ঘোষ এবং কলকাতা দক্ষিণের দলীয় প্রার্থী মালা রায়ের সমর্থনে পথযাত্রা শুরুর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দায়িত্ব নিয়ে কথাগুলো বলছি। খুব সম্ভবত, কাউন্টিংয়ে যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যায়, নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসছে না।"

বস্তুত, প্রকাশ্যে অবলীলায় অবিশ্বাস্য মন্তব্য করার ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুড়ি মেলা ভার। বিভিন্ন সময়ে তাঁর আহত হওয়ার যে সব বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলোর সঙ্গে সত্যতার সম্পর্ক নেই বলে অনেকেই মনে করেন। গত ক'দিন ধরে তিনি যেভাবে মোদী আর ফিরছেন না, আর চার দিন মাত্র তাঁর আয়ু সভামঞ্চে এই সব কথা যখন তিনি অবলীলাক্রমে বলছিলেন, প্রশ্ন উঠছিল বিভিন্ন মহলে।

রাজনীতিবিদদের একাংশের বক্তব্য, প্রচারের শেষ দিন তিনি তাঁর দাবির সঙ্গে 'কাউন্টিংয়ে যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যায়' কথাটি যুক্ত করলেন সুচিন্তিতভাবেই। যাতে মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে 'কাউন্টিংয়ে যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয়নি' বলে অভিযোগ তুলতে পারেন।

যেটি তিনি করেছিলেন গত বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে যাওয়ার পর।

৮.৬৭ মিটার ওপর দিয়ে উমরাংসোর কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বইছে জল

- প্রতি সেকেন্ডে ৩৮০৫ কিউবিক মিটার জল ছেড়েছে নিপকো, বিপদের আশংকা
- প্লাবিত ডিমা হাসাও জেলার থাইজোয়ারি ও দিয়ুংব্রা

হাফলং (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : বিপদ বাড়ছে উমরাংসোর কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের খানডং ড্যামের। কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জলাশয়ে ক্ষমতার চেয়ে বেশি জল জমা হওয়ায় বিপদের আঁচ করে 'নর্থ-ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড' (নিপকো) কর্তৃপক্ষ খানডং ড্যামের সাতটি গেট খুলে দিয়েছেন। ফলে কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জলাশয়ে ক্ষমতার থেকে ৮.৬৭ মিটার উচ্চতা দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে। তাই প্রতি সেকেন্ডে ৩৮০৫ কিউবিক মিটার জল ছেড়ে দিয়েছে নিপকো। এর জেরে উমরাংসোর লংকুতে এপিজিসিএল অসম বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থার নির্মীয়মাণ ১২০ মেগাওয়াট লংকু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া লংকু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে। গত ৪৮ ঘণ্টায় ডিমা হাসাও জেলায় লাগাতার বৃষ্টির দরুন কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জলস্তর ব্যাপক হারে বেড়েছে।

এদিকে নিপকো জল ছেড়ে দেওয়ায় বন্যার কবলে পড়েছে ডিমা হাসাও জেলার থাইজোয়ারি ও দিয়ুংব্রার নিচু এলাকা। বন্যার কবলে পড়ে লংকা-হাফলং সড়কপথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া, দিয়ুং নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় লাংজিং নালা দিয়ে জল প্রবাহিত হয়ে নিচু এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে গেছে। ফলে শতাধিক বসতঘর এখন জলের তলায়।

থাইজোয়ারি ও দিয়ুংব্রা এলাকা বন্যার কবলে পড়ায় দিয়ুংব্রা ডিসমাও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জেবি হাগজার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুটি ত্রাণ শিবির খুলেছে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন। ওই দুটি ত্রাণ শিবিরে শতাধিক গৃহহীন পরিবার আশ্রয় নিয়েছে।

ভোটের জন্য তিন জেলায় সমস্ত মদের দোকান ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): তালা-চাবি পড়তে চলেছে শহর কলকাতার সমস্ত মদের দোকানে। শুধু কলকাতা নয়, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই দুই জেলাতেও সুরাপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ। ভোটের জন্য এই তিন জেলায় সমস্ত মদের দোকান ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে। আর তা শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে। ১ জুন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সপ্তম দফার নির্বাচন। এদিন কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, ডায়মন্ড হারবার, মথুরাপুর, জয়নগর, যাদবপুর, বারাসত, বসিরহাট এবং দমদম- এই কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভোট। এই সময় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগী প্রশাসন। নিয়ম মোতাবেক প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটের জন্য মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর সেই জন্যই রাজ্যের তিনটি জেলায় বন্ধ মদের দোকান। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে বন্ধ হবে সমস্ত মদের দোকান। ৩১ তারিখ শুক্রবার দিনভর তা বন্ধ থাকবে এবং ১ জুন ভোট চলাকালীন বন্ধ থাকবে মদের দোকান। অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টা শহর কলকাতা থেকে শুরু করে উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমস্ত মদের দোকান বন্ধ থাকবে।

বৃহস্পতিবার কমলো সোনা-রুপোর দর

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): বৃহস্পতিবার কলকাতায় অনেকটাই কমলো সোনার দাম। এদিন ২২ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার দাম ৬৬,৭০০ টাকা। ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৬,৬৭,০০০ টাকা। ২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম ৭২,৭৬০ টাকা। ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৭,২৭,৬০০ টাকায়। আর ১৮ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম ৫৪,৫৭০ টাকায়। ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৫,৪৫,৭০০ টাকা। এদিন রুপোর দামও কমেছে কিছুটা। ১০০ গ্রাম রুপো বিক্রি হচ্ছে ৯৬৫০ টাকায়। এছাড়া এক কেজি রুপো বৃহস্পতিবার বিক্রি হচ্ছে ৯৬,৫০০ টাকায়।

জম্মু স্টেশনে লাইনচ্যুত সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন, হতাহতের খবর নেই

শ্রীনগর, ৩০ মে (হি.স.): জম্মু রেল স্টেশনে লাইনচ্যুত হয়ে গেল সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন। যদিও এই ট্রেন দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। বৃহস্পতিবার জম্মু স্টেশনে লাইনচ্যুত হয়ে যায় সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন। রেললাইন থেকে নেমে যায় ইঞ্জিনের একটি চাকা। এই দুর্ঘটনার জেরে রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। রেল সূত্রের খবর, প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় রেললাইনে তোলা হয় ট্রেনের ইঞ্জিন। এরপর রেল পরিষেবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। কী কারণে ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

কলকাতায় শনিবার থেকে ফের ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): ফের অস্বস্তিকর গরমে পুড়ছে দক্ষিণবঙ্গ। কলকাতায় শনিবার থেকে ফের ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শনিবার থেকে ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে। টানা ৩-৪ দিন চলতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। সঙ্গে বইবে ঝোড়ো বাতাস।

কলকাতায় এদিন ছিল আংশিক মেঘলা আকাশ। বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকায় বেলা যত বাড়ে গরম এবং অস্বস্তি চরমে ওঠে। দিন ও রাতে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অনুকূল পরিস্থিতিতে এগোচ্ছে।

পরিস্থিতি অনুকূল থাকায় আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে কেরলে পৌঁছে যাবে মৌসুমী বায়ু। লাক্ষাদ্বীপ, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যে ঢুকবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলতে পারে শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত। ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। তবে গরম এবং অস্বস্তি দুটোই চরম থাকবে। সকাল থেকে রোদ যত বাড়বে তত গরম বাড়বে। সঙ্গে রেমালের ছেড়ে যাওয়া জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তি বাড়তে পারে। বিকেল বা সন্ধের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে।

জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে গভীর খাদে পড়ল বাস; মৃত্যু ১৫ জনের, সমসংখ্যক আহত

জম্মু, ৩০ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে গভীর খাদে পড়ল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু জেলার আখনুরের চুঙ্গি মোড় এলাকায়। জম্মু-পুঞ্চ হাইওয়ে থেকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই বাসটি।পুণ্যার্থীদের নিয়ে যাচ্ছিল বাসটি, আচমকাই পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় বাসটি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের, পুলিশ ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল ১৫ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের ট্রান্সপোর্ট কমিশনার রাজিন্দর সিং তারা বলেছেন, আখনুরের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের, এছাড়াও ১৫ জন আহত হয়েছেন।

সেলিম-শুভেন্দু-অধীরকে একহাত নিলেন অভিষেক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩০ মে (হি. স.): শনিবার ডায়মন্ড হারবার আসনে নির্বাচন। তার আগে বৃহস্পতিবার শেষ প্রচার সারলেন বিদায়ী সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে সেলিম-শুভেন্দু-অধীরকে একহাত নিলেন তিনি। প্রশ্ন তুললেন, কেন তাঁরা ডায়মন্ড হারবার আসন থেকে লড়লেন না।

এদিন পথযাত্রা শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বিজেপি ও সিপিএমকে তুলোধোনা করেন। বলেন, 'বাংলায় কেন সাত দফায় ভোট করেছে জানেন? দেশের সব জায়গায় এক দফায় ভোট করে বিজেপির পরিযায়ী নেতারা স্নো-পাউডার মেখে বাংলায় আসবে বলে। সারা বছর যাদের দেখা যায় না, ভোটের সময় তারা আসে। আবার চলেও যায়। অভিষেক বলেন, সারা বছর মানুষের দুঃখে বিপদে আমরা পাশে থাকি। যেমন সম্প্রতি রেমালের

পলাতক আসামীর সন্ধান চাই

Ref- Belonia Women PƒS Case Noƒ 2023WMN011 dated ২৫/০৪/২০২৪ U/S ৩৬৬(A)/৩৪ IPC

পাশের ছবিটি শ্রী সুমন দাস, বয়স-৩২ বৎসর পিতা-মৃত নিখিল দাস, উদয়পুর, ছনবন, থানা-রাধাকিশুরপুর, গোমতি ত্রিপুরা।

উল্লেখিত আসামী বিলোনীয়া মহিলা থানার ২০২৪WMN0১১ dated ২৫/০৪/২০২৪ U/S ৩৬৬(A) / ৩৪ IPC নং মোকদ্দমায় অভিযুক্ত এবং গ্রেপ্তার এরানোর জন্য পলাতক। উক্ত আসামীর সম্পর্কে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত টেলিফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

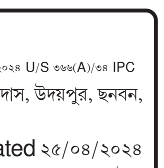

(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এস পি (ডি আই বি) কন্টোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
২) বিলোনীয়া মহিলা থানা
ফোন নম্বর:-০৩৮২৩-২২২০৫২
৯৪৮৫১৪৭৮২৯/৭৬২৮০০৭০৭৯ :
ফোন নম্বর:-৬০৩৩২৩৭৫১৭

পুলিশ সুপার
দক্ষিণ জেলা

ICA-D-199/24

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চুল ঝরার সমস্যায় সবচেয়ে বেশি নাজেহাল হতে হয় মেয়েদের

চুল ঝরার সমস্যাস নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই আছে। তবে এই সমস্যাকয় মহিলারা একটু বেশি নাজেহাল হন। চুল কোমর ছাপানো হোক কিংবা কাঁধ পর্যন্ত, চিরুনি চালালেই গোছা গোছা চুল উঠতে থাকে। না আঁচড়ালেও চুল ঝরার বিরাম নেই। স্নানঘরের মেঝেতে, ঘরের কোণে কোণে ঝরে পড়া চুল লুকিয়ে থাকছে। সঠিক যত্নের অভাবে চুল পড়ে। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। আর কোন কারণগুলির জন্য ক্রমশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে চুলের গোছা?

উদ্বেগ- ইদুঁর দৌড়ের জীবনে উদ্বেগ হল সর্ব ক্ষণের সঙ্গী। অত্যধিক চিন্তাভাবনা আর অবসাদের কারণে চুল ঝরে। চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণে রাখলে চুল পড়ার পরিমাণটাও খানিক কমবে।

হরমোনজনিত সমস্যাে

হরমোনজনিত সমস্যাে মহিলাদের হয়েই থাকে। বিভিন্ন হরমোন ক্ষরণের কমবেশির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। হরমোনের ভারসাম্য, বিঘ্নিত হলেও চুল পড়ে। তাই সেদিকেও একটু নজর দেওয়া জরুরি।

পুষ্টির ঘাটতি- সংসার, চাকরি, অন্যান্যল দায়িত্ব একা হাতে সামলাতে গিয়ে খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম হয় মহিলাদের। ঠিক করে খাওয়াদাওয়া না করায় পুষ্টির ঘাটতি তৈরি হয়। পুষ্টির অভাব চুল পড়ার একটি অন্যহতম কারণ।

ফুলের সুবাসে বশে থাকবে উদ্বেগ, মন হবে শান্ত

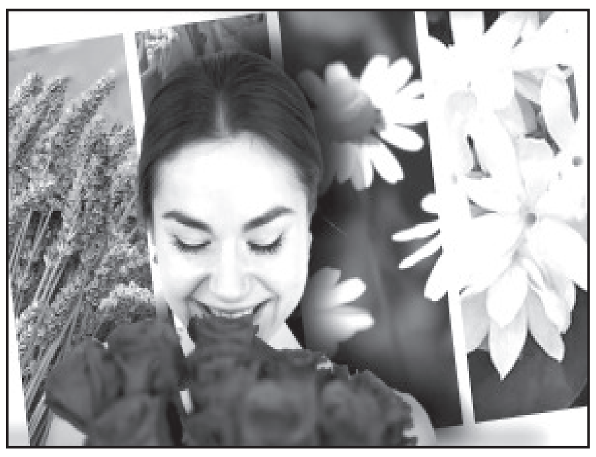

গন্ধ। ভাল গন্ধ শুধু যে মন ভাল করে দেয় তা-ই নয়, গন্ধ মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে। অফিস-বাড়ি মিলিয়ে প্রতিদিনের হাজার ঝক্কি, লক্ষ্যপূরণের চাপে ইদানীং প্রত্যেকের জীবনেই মানসিক চাপ বাড়ছে। ক্রমাগত মানসিক চাপ থেকে উদ্বেগও তৈরি হচ্ছে। তবে প্রতিদিনের এই চাপ-উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে ফুলের সুবাস।

বাজার থেকে ফুল কিনে আনার পাশাপাশি, কিছু ফুলের গাছ বাড়িতেই করা যায়, তা হলে তা আরও ভাল। ল্যাভেন্ডার- দেখতেই যেমন সুন্দর, গন্ধও তেমন স্নিগ্ধ। এর গন্ধে মন হয় শান্ত। অ্যারোমা থেরাপিতে ল্যাভেন্ডার ব্যাবহার করা হয় মানসিক চিন্তা, উদ্বেগ কমাতে। ক্যামোমাইল- ক্যামোমাইল ফুল থেকে চা-ও তৈরি হয়। যা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। এর গন্ধ মন ভাল করে তুলতে পারে। উদ্বেগ, চাপ কমাতে ক্যামোমাইলের গন্ধ বিশেষ সহায়ক। জুঁই- গরমের দিনে ফোটে এই ফুল। যেখানে গাছ থাকে, তার বেশ খানিক দূর থেকেই এর মিষ্টি গন্ধ টের পাওয়া যায়। সাদা ফুলটি প্রায় সকলেই পছন্দ করেন। বাড়িতে যদি জুঁইয়ের গাছ থাকে, তা হলে টাটকা ফুলের মিষ্টি সুবাস এমনি মিলবে। না-হলে ঘরের মধ্যে একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে জুঁই ফুল ছড়িয়ে রাখলেও ঘর ভরে যায়। ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরলে সেই গন্ধ নিমেষে মন ভাল করে দেয়।

গোলাপ- এর রূপ-গন্ধ নিয়ে আলাদা কিছু বলার অপেক্ষা থাকে না। কবিতা থেকে গান, প্রেম সর্বত্রই এই ফুল। অ্যারোমাথেরাপিতে এই ফুলের ব্যবহার হয় মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতে ও মন ফুরফুরে রাখতে।

প্যাশন ফ্লাওয়ার- এই ফুলের গন্ধেও এমন কিছু আছে, যা মনকে অশান্ত মনকে শান্ত করে তুলতে সাহায্য করে। উদ্বেগ কমায়।

লেমন বাম- পুদিনা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এই গাছ। মনকে শান্ত করতে এর গন্ধও সহায়ক। এর পাতা হাতে ঘষলে সুন্দর গন্ধ বেরোয়। এর গন্ধই মনের উপর প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও এই পাতার গুণ অনেক।

ভ্যালেরিয়ান- এর শিকড় অনিদ্রা, উদ্বেগ কমাতে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। চায়ের মাধ্যেও এটি সেবন করা যায়।

পেপারমিন্ট- এই পাতারও বেশ জোরালো সুন্দর গন্ধ আছে। মনকে তরতাজা করার ক্ষমতা রাখে সেই গন্ধ। মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে।

রোজ সকালে জলে ভেজানো কাঠবাদাম খেলে ভালো

সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজার মতোই অনেকের কাছে এ-ও যেন একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। খালি পেটে কয়েকটা ভেজানো বাদাম খাওয়া। অনেক সময় আখরোট বা চিনেবাদামও থাকে। তবে এখানে কাঠবাদামই মুখ্য। অনেকে আবার সকালের জলখাবার মানে দুধ-ওট, দুধ-কর্নফ্লেক্স কিংবা স্মুদিতেও কাঠবাদামের কুচি মিশিয়ে দেন। নিয়মিত কাঠবাদাম খেলে ক্যালশিয়াম, ভিটামিন ডি, ই-র ঘাটতি পূরণ হয়। এই বাদামের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট। যা হার্টের জন্যেও ভাল। কাঠবাদামের গ্লাইসেমিক ইনডেস্ক কম, তাই রক্তে শর্করা বেড়ে যাওয়ার ভয়ও কম। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, কাঠবাদামের পুষ্টিগুণ বাড়িয়ে তোলারও কিছু নিয়ম রয়েছে। খাওয়ার আগে সেগুলি জেনে রাখা প্রয়োজন।

১) জলে ভেজানো কাঠাবাদাম তো খেয়েই থাকেন। তবে বাদামগুলি দুধে ভিজিয়ে রাখলে তার পুষ্টিগুণ আরও বৃদ্ধি পায়। বাদামের মধ্যে থাকা ফাইবার আরও সহজপাচ্য হয়। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট উপাদানগুলিও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

২) ভেজানো কাঠবাদাম গোটা খাওয়ার চেয়ে ছোট টুকরো করে খাওয়া ভাল। যাঁদের দাঁতে সমস্যা রয়েছে, তাঁরা সহজেই বাদাম চিবিয়ে খেতে পারেন। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন বাদাম যত টুকরো হবে, পুষ্টিগুণ শোষণের কাজটিও তত সহজ হবে। ৩) জল বা দুধে যদি বাদাম ভেজাতে না চান, সে ক্ষেত্রে শুকনো কাঠবাদামও খাওয়া যায়। কাঠবাদামে রয়েছে ট্যানিন। শুকনো বাদামে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের পরিমাণও বেশি থাকে।

৪) কাঠবাদামের খোসা ছাড়িয়ে খেতে পারলে আরও ভাল। খোসা ছাড়ানো কাঠবাদাম খেলে হজম সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হওয়ার ভয় থাকে না। বিপাকক্রিয়াও ভাল হয়।

৫) ঘি বা সামান্য তেলে কাঠবাদাম ভেজেও খাওয়া যেতে পারে। যাঁরা ওজন বাড়াতে চাইছেন, তাঁদের জন্য এই ভাবে বাদাম খাওয়া বেশ কাজের। কারণ, কাঠবাদাম ভাজলে তার মধ্যে ক্যালোরি এবং ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায়।

বর্ষায় ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের ভয় থাকে

ঘূর্ণিঝড় “রেমাল”-এর প্রভাবে ঝড়বৃষ্টি হলেও বঙ্গে বর্ষা ঢুকতে বেশি দেরি নেই। দোরগোড়ায় বর্ষাকাল। বর্ষায় প্রকৃতির রূপ বদলে যায়। জলকাদা বাদ দিলে সুন্দর, মনোরম হয়ে ওঠে চারপাশ। বর্ষার জল পেয়ে গাছপালাও সবুজ হয়ে ওঠে। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, এই সময় সংক্রমণের ঝুঁকিও থাকে।

বিশেষ করে বর্ষায় পেটখারাপ, পেটের গোলমাল লেগেই অগ্রাধিকার পাবেই। তার জন্যই তো বার বার হাত ধোয়া। হাত পরিচ্ছন্ন না থাকলে সেখান থেকেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে নাক-কান-গলায়। ফলে অসুস্থতা এড়িয়ে চলতে হাত পরিষ্কার রাখা দরকার। আর তার জন্য হ্যান্ডওয়াশের জীবাণুনাশক ক্ষমতা যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন।

২) যতই অসুখের ভয় থাক, তাই বলে হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহার করার পর হাত শুঁকলে যদি সুন্দর গন্ধ নাকে না আসে, তা হলে আর এত কষ্ট কেন! এমন কোনও

থাকে। তাই সাবধানে থাকা জরুরি। কোনও জীবাণু যাতে কাছে ঘেঁষতে না পারে, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর তাই করোনাকালের মতো বর্ষায়ও ব্যবহার করতে হবে হ্যান্ডওয়াশ। খেতে বসার আগে, বাইরে থেকে ফিরে, এমনকি হেঁশেলের কাজ শেষ করার পরেও হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া জরুরি। কিন্ত হ্যান্ডওয়াশ কেনার আগে কোন বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে নেবেন?

১) জীবাণু নাশ করার ক্ষমতা

হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহার করতে পারেন, যা মন ভাল করতে পারবে। কোনও ফুল বা পছন্দের ফলের গন্ধযুক্ত হ্যান্ডওয়াশ কিনুন। গন্ধের প্রভাব মনের উপরে পড়বে। মানসিক অবস্থা চনমনে হবে।

৩) ক্রিমযুক্ত কোনও হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহার করুন। তাতে হাতের কোমল ভাব বজায় থাকবে। বর্ষায় বার বার হাত ধোয়া জরুরি। কিন্তু সাবান ব্যবহার করলে হাতের ত্বক রুক্ষ এবং শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। সে দিকে খেয়াল রেখেই হ্যান্ডওয়াশ বেছে নিতে হবে।

লিভারে ক্ষত হওয়ার আগেই সতর্ক হোন

লিভারের রোগ সারে না, এমন ভুল ধারণা আছে অনেকেরই। সঠিক সময়ে রোগ চিহ্নিত করে চিকিৎসা শুরু হলে লিভারের অসুখ সারিয়ে তোলা সম্ভব। দীর্ঘদিনের লিভারের কোনও অসুখ থাকলে, জন্ডিস হয়ে থাকলে কিংবা অতিরিক্ত মদ্যপান করলে লিভারের ক্ষত বাড়তে থাকে। এক সময়ে তা জটিল লিভারের রোগে পরিণত হয়, যাকে চিকিৎসার পরিভাষায় বলে “লিভার সিরোসিস”।

সচেতনতার অভাব ও রোজকার যাপনে অসংযমের কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লিভারের রোগ অনেক দেরিতে ধরা পড়ে।

লিভার মেদ তৈরি করে। রক্তের মধ্যে দিয়ে তা পেশিতে পৌঁছয়। ব্যথা কমাতে অনেকে অনেক রকম ওষুধ খেয়ে থাকেন। এই সব ওষুধ সাময়িক ভাবে যন্ত্রণা কমালেও, পাকাপাকি ভাবে লিভারের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তখন লিভারের ক্ষত বহুগুণে বেড়ে যায়। এবং এর অন্তিমপরিণতি হল লিভার ক্যানসার।

কী ভাবে বুঝবেন জটিল রোগ বাসা বাঁধছে? ঘন ঘন পেট খারাপ হতে পারে। লিভারে ক্ষয় হতে থাকলে অ্যালবুমিন প্রোটিনের পরিমাণ কমে যায়, তখন পা ও গোড়ালিতে জ্বালাভাব হয়। এটিও একটি লক্ষণ।

পেটের তলদেশে তরল জমা হয়ে পেট ফাঁপার সমস্যার দেখা দিতে পারে। দেখে মনে হবে পেট ফুলে

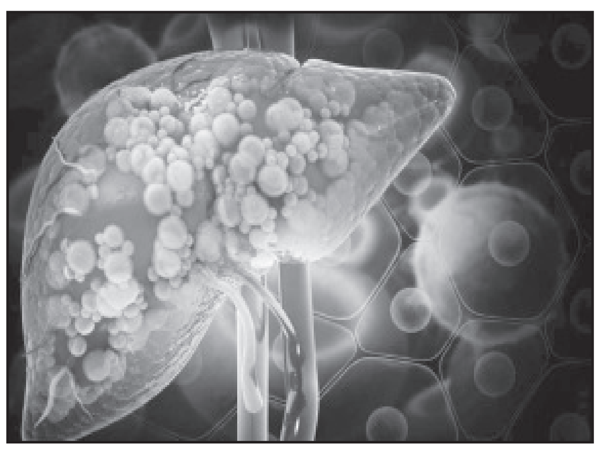

লিভার যতটা মেদ তৈরি করছে, আর যতটা খরচ করছে, তার মধ্যে যদি ভারসাম্য না থাকে, অর্থাৎ, মেদ বেশি হয়ে যায়, তা হলে সেটা পরতে পরতে লিভারে জমতে থাকে। তখন চিকিৎসকরা বলেন, “ফ্যাটি লিভার” ধরা পড়েছে।

অতিরিক্ত তেলমশলাদার খাবার, মদ্যপান থেকে চড়চড়িয়ে বাড়ে কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড। তখন লিভারে ধীরে ধীরে ক্ষত তৈরি হতে থাকে। এই সিনড্রোম একটু একটু করে সিরোসিসের জন্ম দেয়। জন্মগত কোনও ত্রুটি ও কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য লিভারের অসুখ হতে পারে। মদ্যপানে রাশ টানতে এবং পেটের আছে। খিদে কমে যাবে, ওজন কমতে পারে। তখন সাবধান হতে হবে।

লিভার ভাল রাখার টোটকা

সংযত জীবন, সঠিক ডায়েট, নিয়মিত শরীরচর্চা খুবই জরুরি। আর সেই সঙ্গে রোগ গোপন না করে সঠিক সময়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোও দরকার। কোনও রকম নরম পানীয়, বেশি চিনি দেওয়া প্যাকেটজাতীয় খাবার বা পানীয় খাওয়া চলবে না। মাখন, মার্জারিন, চিজ জাতীয় সব কিছুই এড়িয়ে চলুন। চুর শাকসব্জি, রুটি, দই খান। ফল খান। ফল থেকে আপনি অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট পাবেন।

বর্ষায় ঘুরে আসতে পারেন এই জলাধারগুলি, মন ভাল হয়ে যাবে

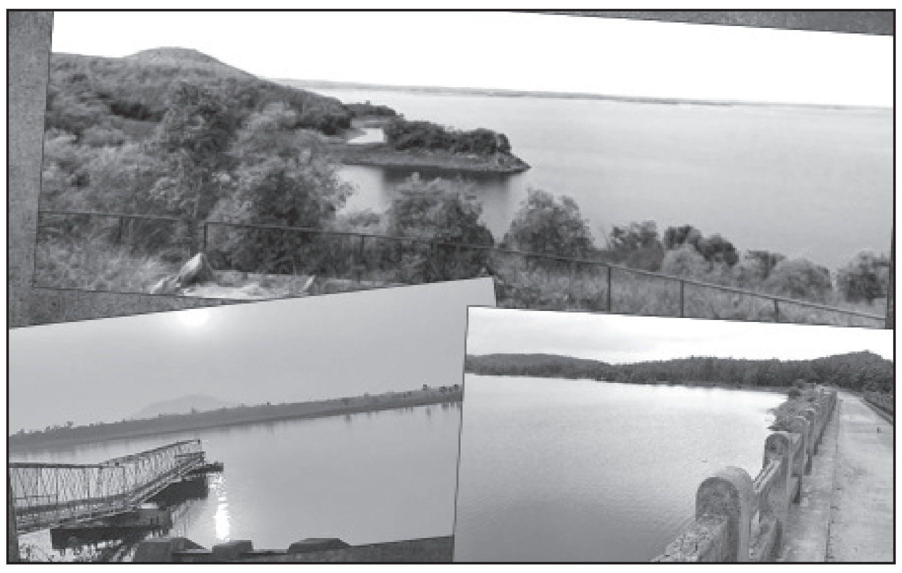

গরমের দাবদাহ শেষে একটু স্বস্তি আনে বর্ষা। আর ছোট্ট ছুটির ব্যবস্থা করতে পারলেই যাঁদের মন বাইরে বের হওয়ার জন্য আকুল হয়, সারা বছরই তাঁদের অনেকের খোঁজ থাকে চেনা ছকের বাইরে নতুন কোথাও ঘুরে দেখার।

বর্ষায় ভ্রমণ মানে আরও সবুজ হয়ে ওঠা চারপাশ, ঝর্না, জলাধার। কারণ, বর্ষাতেই এর রূপ খোলতাই হয়। মাইথন, পাঞ্চেত, ম্যাসাঞ্জোর, বড়ন্তি এই জলাধারগুলি এখন বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। এর বাইরেও কিন্তু সুন্দর ও স্বল্পচেনা কয়েকটি জলাধার ঘুরে এলে মোটেও হতাশ হবে না পর্যটক মন।

দুর্গাডি বা দুর্গাডিহি- পুরুলিয়ার পর্যটন মানচিত্রে নতুন করে জায়গা করে নিয়েছে মানবাজার ২ নম্বর ব্লকের ধাদকিডি গ্রামের এই পর্যটন কেন্দ্র। সবুজ পাহাড়ের কোলে বিশাল জলাধার। মাঝে মধ্যে ছোটখাটো দ্বীপ। কোলাহল বর্জিত দুর্গাডিহি জলাধারের আশপাশে দিনভর শোনা যায় পাখির ডাক। পাশেই রয়েছে ইকো-রিসর্ট। যেখান থেকে পুরো জলাধারের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। ২ দিনেই ঘুরে নেওয়া যায় এই জায়গা।

কীভাবে যাবেন-ট্রেনে বাঁকুড়া বা পুরুলিয়া। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে দুর্গাডিহি।

গাংদুয়া - বাঁকুড়ার পর্যটনে স্বল্প পরিচিত গাংদুয়া জলাধারটিও ইদানিং ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। একসময় স্থানীয় এলাকায় কৃষির জন্য জলের চাহিদা মেটাতে এটি নির্মিত হয়েছিল। শালী নদীর উপর এটি তৈরি হয়েছে। সবুজ প্রকৃতির মধ্যে বিশাল এই জলাধারের রূপ ক্রমশই পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। ভরা বর্ষায় গেলে লকগেট থেকে জল ছাড়ার দৃশ্যও দেখার সৌভাগ্যীও হতে পারে। যা বর্ষায় জলাধার ভ্রমণের অন্যতম কারণ। থাকার জন্য রয়েছে একটি অতিথি নিবাস। আগে থেকে বুকিং করে আসাই ভাল। এখান থেকে বাঁকুড়ার অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রও ঘুরে নেওয়া যায়। কীভাবে যাবেন- কলকাতা থেকে দূরত্ব ২১০ কিলোমিটারের মতো। ট্রেনে বাঁকুড়া এসে সেখান থেকে গাড়ি নিয়েও এই জলাধার ঘুরে নেওয়া যায়। বাঁকুড়া থেকে দূরত্ব মোটামুটি ২১ কিলোমিটার।

খাঁদারানি- নামটা অদ্ভুত হলেও এই জলাধারের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবেন না, এমন মানুষ কমই আছেন। তিনটি পাহাড় ঘেরা এই জলাধার পড়ন্ত বিকেলে হয়ে ওঠে আরও মোহময়ী। আশপাশে রয়েছে শাল-মহুয়ার জঙ্গল। পাশ দিয়ে গিয়েছে কংক্রিটের সেতু। যেদিকে চোখ যায় শুধু সবুজ গাছ, তার মধ্যেই জলাধার।

কীভাবে যাবেন- বেলপাহাড়ি থেকে জলাধারের দূরত্ব মোটামুটি ১১ কিলোমিটার। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে গাড়িতে বেলপাহাড়ি ৩৭ কিলোমিটার। ঝাড়গ্রাম গিয়ে সেখান থেকে গাড়ি নিয়েও ঘুরে দেখা যায় জলাধারটি। পালনা- পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডে রয়েছে এই জলাধার। টাটা নগর থেকে বা চান্ডিল স্টেশনে নেমে বহু মানুষই যান চান্ডিল জলাধারে। সেটা আয়তনে বিশাল, ছোটখাটো সমুদ্র বললেও ভুল হয় না। কিন্তু পালনা তুলনায় কম জনপ্রিয় হলেও এর রূপে মুগ্ধ হবেন যে কেউ। সুবর্ণরেখার উপর গড়ে উঠেছে এই জলাধার। কেউ বলেন পালনা নদীর উপর এটি তৈরি। পাহাড়ঘেরা এই জলাধার এঁকে-বেঁকে গিয়েছে। পাশেই রয়েছে নজর মিনার। যেখান থেকে জলাধার ও চারপাশের সৌন্দর্য অতুলনীয় মনে হয়। সেরাইকেলার চান্ডিল শহরে এটি অবস্থিত।

কীভাবে যাবেন-জামশেদপুর থেকে ৩৩ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে রাঁচি যাওয়ার পথে এই জলাধার। জাতীয় সড়ক থেকে ২ কিলোমিটার ভিতরে যেতে হয়।

ছোটাবাঁকি- নামের সঙ্গে জলাধারের মিল আছে। আকারে এটি বেশ ছোট। তবে ঘন সবুজ পাহাড়ের কোলে ঘন নীল জলের এই জলাধারের সৌন্দর্য অপরিসীম। পশ্চিমবঙ্গের পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত এই জলাধার। স্থানীয় লোকজন শীতকালে এখানে পিকনিকে আসেন। আসলে বেশিরভাগ পর্যটকের চোখের আড়ালেই রয়ে গিয়েছে ছোটাবাঁকি।

আবহাওয়ার জন্য ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি-কাশি

এত দিনের ভ্যাপসা গরমের পরে নিম্নচাপের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এক ধাক্কায় তাপমাত্রা নেমেছে। পেশাগত কারণে বাইরে বেরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতেও হচ্ছে অনেককে। ভেজা জামাকাপড়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে সর্দি, জ্বরে ভুগছেন বহু মানুষ। বর্ষা আসার সময় এসে গেছে। তার আগেই ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপের কারণে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে।

আবহাওয়ার এমন খামখেয়ালিপনার জন্য ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি-কাশি ভোগাচ্ছে। গা, হাত-পায়ে ব্যথা, গলাব্যথা, কাশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। ঋতু বদলের সময়ে জ্বর হওয়া নতুন কিছু নয়। তাপমাত্রার আচমকা বদলের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে জ্বর-সর্দি-কাশিতে ভোগেন অনেকে। ইনফ্লুয়েঞ্জাও হতে দেখা যায়। এই সময়ে শুধু প্রয়োজন কিছু জরুরি সতর্কতা মেনে চলা।

কী ভাবে সাবধান থাকবেন?

১) চিকিৎসকেরা বলছেন, সর্দি-কাশি কমাতে গাদা গাদা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার দরকার নেই। ঘন ঘন কাশি হতে থাকলে ঢকঢক করে কাফ সিরাপ না খেয়ে বরং ঘরোয়া টোটকা কাজে লাগান। কাশি হলেই লবঙ্গ বা আদার কুচি মুখে রাখুন। আদার ছোট ছোট টুকরো শুকিয়ে নুন দিয়ে রাখতে পারেন। মুখে দিলেই কাশি তখনকার মতো কমে যাবে।

২) কাশি কমাতে প্রতিদিন ১ চামচ মধু খান। মধুতে রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান, যা সংক্রমণ কমায়। ৩) এই সময়ে বেশি এসি চালাবেন না। বৃষ্টিতে ভিজলে সেই জামা খুলে গা মুছে পোশাক বদলে নিন। এখনই রাতে মাথার দিকে জানলা খুলে ঘুমোবেন না। গায়ে হালকা চাদর রাখলে ভাল। ৪) বেশি ভোরে বা বেশি রাতের দিকে স্নান না করাই ভাল। ৫) ঠান্ডা লাগার ধাত থাকলে উষ্ণ গরম জলে স্নান করুন। ৬) রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে খেলে ঠান্ডা লাগা এবং সর্দি-কাশির থেকে রেহাই মিলবে। হলুদে রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা অনেক রকমের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থেকে রেহাই দেয়। ৭) সাধারণ সর্দি এবং কাশির জন্য আর একটি কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার হল লেবু, দারচিনি এবং মধুর মিশ্রণ। এই সিরাপ নিয়মিত খাওয়ার চেষ্টা করুন। ৮) জ্বর তিন দিনের বেশি থাকলে নিজে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ খান। দরকার হলে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন। ৯) বৃষ্টিবাদলের এই সময়ে পেটের সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। ডায়েরিয়া তো হয়ই, তা ছাড়া, রাস্তার ধারে শরবত, লস্যি, কাটা ফল খেলে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, জলবাহিত হেপাটাইটিসের কারণে জন্ডিস হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। চেষ্টা করুন বাড়ির খাবার খেতে। ঘরে তৈরি হাতরুটি, সবজি, ফল খান। ডালিয়ার খিচুড়ি, ওট, সাবুদানার খিচুড়িও খেতে পারেন। শাকপাতা খেলে ভাল করে নুন-জলে ধুয়ে তবে খান।

১০) চা তৈরির সময়ে তার সঙ্গে আদা, গোলমরিচ, দারুচিনি ফুটিয়ে সিরাপ তৈরি করে নিতে পারেন, এটাও গরম গরম খেলে আরাম লাগবে।

স্বর্ণ দুহিতা

দীপক রঞ্জন কর

অভিবাদন দীপা কর্মকার
তুমি ভারতের অহংকার
পার্বত্য ত্রিপুরার অলংকার।
করলে পূরণ অভিলাষ
গড়লে জিমন্যাস্টিক্সে ইতিহাস।
পদ্মশ্রী স্বর্ণ দুহিতা
স্বর্ণ পদকে ভূষিতা ,
এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে
তোমার স্বর্ণপদক জয়।
বাঙালি মহিলা হিসেবে
এ যে বড়ো গর্বের বিষয় ,
জেদ আর ধৈর্য নিষ্ঠায়
দেখালে অসম্ভব কিছুই নয়,
আবারও জয়...
জয় ভারতের জয়।।

অসমে বন্যা, হত পাঁচ, প্রভাবিত ৪০ হাজারের বেশি নাগরিক

গুয়াহাটি, ৩০ মে (হি.স.) : অসমে অবিরাম বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট বন্যায় এখন পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বন্যার জলে প্রভাবিত হয়েছেন ৪০ হাজারের বেশি নাগরিক।

ঘূর্ণিঝড় রেমালের পর অবিরাম বৃষ্টিপাত হচ্ছে গোটা অসম জুড়ে। মঙ্গলবার থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত অসমের অধিকাংশ নদীর জলস্তর বৃদ্ধির ফলে আটটি জেলায় বন্যার সৃষ্টি হয়েছে, জানিয়েছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। তাঁরা জানান, রাজ্যের মুখ্যসচিব রবি কোটা ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারদের প্রভাবিত মানুষজনকে উদ্ধার, নিরাপত্তা ও ত্রাণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

করিমগঞ্জ এবং ডিমা হাসাও জেলা মঙ্গলবার দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া কাছাড় জেলায় নিখোঁজ হয়ে গেছেন আরও দুজন। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলো যথাক্রমে কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, নগাঁও, কারবি আংলং, পশ্চিম কার্বি আংলং, হোজাই এবং গোলাঘাট। অন্যদিকে ভূমিধস হয়েছে ডিমা হাসাও জেলার ১১টি স্থানে, কাছাড়ের তিনটি এবং হাইলাকান্দির একটি স্থানে। কাছাড় জেলার শিলচর ও উধারবন্দ, করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির পাঁচ এবং নিলামবাজারে একটি জায়গায় লঙ্গাই নদীর বাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছে জনবসতি ও কৃষিক্ষেত এলাকায়। করিমগঞ্জের লঙ্গাই, সিংলা, কুশিয়ারা, কাছাড়ের বরাক কাটাখাল ও হাইলাকান্দির ধলেশ্বরী নদী এবং উপনদীগুলি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, করিমগঞ্জে চারটি বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলায় ২৬,৪৩০ জন, কাছাড়ে ৮,৩৫১ জন এবং হাইলাকান্দিতে ৬,২২৭ জন বন্যার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রভাবিত জেলাগুলির ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিপর্যস্ত মানুষদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য করিমগঞ্জে তিনটি এবং কাছাড় জেলায় দুটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, জানানো হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে।

রাজ্যের পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে লাগাতার বৃষ্টির দরুন জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। রেল ও সড়কপথে গোটা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ডিমা হাসাও জেলা।

নগাঁও জেলার অন্তর্গত কামপুরে বড়পানি নদীর জলস্তর বেড়ে শিলডুবি-আমডুবি রোডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জল। পাশাপাশি রমনিপথারে একটি কাঠের সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলার পামালি জরানি এলাকায় একটি স্কুল বন্যার জলে তলিয়ে গেছে।

গোলাঘাট জেলার ধনশিড়ি নদী বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বেশ কিছু নিচু এলাকা তলিয়ে গেছে। জেলার কানাইঘাট এলাকায় দুটি পরিবারের বাড়ি জলের ওপর ভাসছে। বন্যার্ত নাগরিকদের উদ্ধার করেছেন এসডিআরএফ কর্মীরা।

এদিকে ব্রহ্মপুত্র এবং তার উপনদীগুলি শোণিতপুরে বিপদসীমার প্রায় কাছাকাছি রয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক প্রশাসনিক আধিকারিক। আসাম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এএসডিএমএ) সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সমস্ত সরকারি বিভাগ এবং বেসরকারি সংগঠনের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করছে এএসডিএমএ, জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিক।

ঝড়ে লন্ডভণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসের প্রেইরি ভিউ স্টোডিয়াম, উদ্বোধনী ম্যাচ নিয়ে শঙ্কা !

নিউইয়র্ক, ৩০ মে (হি. স.):বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর মাত্র ৩ দিন। কিন্তু এরই মধ্যে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ ঘিরে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কারণ প্রচন্ড ঝড়ে লন্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসের প্রেইরি ভিউ স্টোডিয়াম। ঝড়ের কারণে স্টেডিয়ামের বড় স্ক্রিন ভেঙ্গে গেছে। আর এতেই শঙ্কা দেখা দিয়েছে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ নিয়ে।

বর্তমানে ডালাসের প্রেইরি স্টেডিয়ামে সংস্কারের কাজ চলছে। কর্তৃপক্ষের আশা বিশ্বকাপের আগেই তৈরি হয়ে যাবে স্টেডিয়ামটি।

শিলিগুড়িতে পানীয় জলের হাহাকার, মেয়রকে দেখে 'চোর' স্লোগান বামেদের

শিলিগুড়ি, ৩০ মে (হি. স.): শিলিগুড়ি পুরসভায় পানীয় জলের সঙ্কট। পথে নেমেছেন বামেরা। মেয়র গৌতম দেবের গাড়ি আটকে দেওয়া হয়। তাঁকে ঘিরে 'চোর চোর' স্লোগান ওঠে শহরের রাস্তায়। অন্য গাড়িতে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র।

বুধবার শিলিগুড়িতে মেয়র স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন, পুরসভা থেকে যে জল সরবরাহ করা হয়, তা খাওয়া যাবে না। আগামী কয়েক দিন এই জলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।

জলের মান খারাপ ধরা পড়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পুরসভার তরফে। বিকল্প হিসাবে জলের পাউচ বিলি করা হচ্ছিল শহর জুড়ে।

কিন্তু তাতে সমস্যা মেটেনি। বুধবার থেকে শিলিগুড়িতে পানীয় জলের হাহাকার শুরু হয়। বৃহস্পতিবার বিষয়টিকে সামনে রেখেই পথে নামেন বামেরা। সিপিএম এবং এসইউসিআইয়ের তরফে শিলিগুড়ি পুরসভায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। ছিলেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য্যও। শিলিগুড়িতে ভোট হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় দফায়, গত ২৬ এপ্রিল। জলসঙ্কটকে কেন্দ্র করে শহর জুড়ে যে বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে অস্বস্তিতে তৃণমূল। সেখানে ভোট এখনও না হয়ে থাকলে আরও বড় সমস্যায় পড়তে হত শাসকদলকে।

কংগ্রেস সর্বদা জনগণের সমস্যার কথা মাথায় রেখে কাজ করে : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.): কংগ্রেস সর্বদা জনগণের সমস্যার কথা মাথায় রেখে কাজ করে। জোর দিয়ে বললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'যখন ডঃ মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং সোনিয়া গান্ধীজি চেয়ারপার্সন ছিলেন, তখন আমরা দরিদ্রদের জন্য এমন প্রকল্প নিয়ে এসেছি, যা দরিদ্রদের উপকৃত করেছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অপব্যবহারের মতো বিষয়গুলিকে জোর দিয়েছেন।'কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে বলেছেন, 'আমরা এসব সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি এবং আমরা জনগণের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছি। অতএব, আমি আমার সকল সহকর্মীকে অভিনন্দন জানাই, যারা গণতন্ত্র রক্ষায় নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।' মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, 'মহাত্মা গান্ধী অহিংসায় বিশ্বাসী, তিনি কখনও কাউকে ঘৃণা করতেন না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী শুধুই ঘৃণার কথা বলেন, তিনি যা বলেন সব কিছুতেই ঘৃণা দৃশ্যমান।'

গোয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে অমিত শাহর শুভেচ্ছা

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): গোয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে এক্স-বার্তায় শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বৃহস্পতিবার তিনি লিখেছেন, "গোয়ায় আমাদের বোন ও ভাইদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা। এর মনোরম সৈকত এবং প্রাণবন্ত সংস্কৃতির সাথে, গোয়া বছরের পর বছর ধরে বিশ্বব্যাপী পর্যটন মানচিত্রে তার চিহ্ন তৈরি করেছে এবং দেশের অর্থনীতিতে প্রচুর অবদান রেখেছে। আমি গোয়ার জনগণের জন্য শুভকামনা জানাই কারণ মুখ্যমন্ত্রী ড প্রমোদ সাওয়ান্ত জি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রাজ্যকে সমৃদ্ধির নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন।"

প্রসঙ্গত, ১৯৬৭ সালে, গোয়া বিধানসভা সম্পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা চেয়ে একটি প্রস্তাব জারি করে; এটি পরে ১৯৮৭-র ৩০ মে এটি স্বীকৃত হয়।

কেজরির জামিন আর্জিতে ইডি-কে নোটিশ ট্রায়াল কোর্টের, ১ জুন পরবর্তী শুনানি

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.): আবগারি দুর্নীতি মামলায় ট্রায়াল কোর্টে (রাউস অ্যাভিনিউ আদালত) জামিনের আবেদন জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। জামিনের আবেদন জানিয়ে বৃহস্পতিবার ট্রায়াল কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার দুপুরে কেজরিওয়ালের এই আবেদনের শুনানি হয় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে।

কেজরির অন্তর্বর্তী ও নিয়মিত জামিন আর্জির প্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-কে নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত। ইডি-র জবাব চেয়েছে আদালত। এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১ জুন। কেজরিওয়াল জামিন পাবেন না-কি পাবেন না, তা জানা যাবে আগামী ১ জুন। জামিন না পেলে তারপরের দিনই, অর্থাৎ ২ জুন দিল্লির তিহাড় জেলে আত্মসমর্পণ করতে হবে কেজরিওয়ালকে।

এদিকে, আপাতত হাজতেই থাকতে হচ্ছে দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেতা মনীশ সিসোদিয়াকে। বৃহস্পতিবার মনীশ সিসোদিয়াকে আগামী ৬ জুলাই পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

হিমাচলের ৪টি লোকসভা আসনেই জিতবে বিজেপি, আশাবাদী পুষ্কর সিং ধামি

শিমলা, ৩০ মে (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের ৪টি লোকসভা আসনেই জিতবে বিজেপি। এমনটাই দাবি করলেন বিজেপি নেতা তথা উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি বলেছেন, 'জনগণ আমাদের সমর্থন করছে। হিমাচল প্রদেশের ৪টি লোকসভা আসনের সবকটিতেই জিতবে বিজেপি।' বৃহস্পতিবার শিমলায় বিজয় সংকল্প যাত্রায় অংশ নেন ধামি, তিনি শিমলা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী সুরেশ কুমার কাশ্যপের সমর্থনে বিজয় সংকল্প যাত্রায় অংশ।

মানুষের মধ্যে উৎসাহ দেখে খুশি ব্যক্ত করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি বলেছেন, 'জনগণ আমাদের সমর্থন করছেন। হিমাচল প্রদেশের ৪টি লোকসভা আসনের সবকটিতেই জিতবে বিজেপি। আমরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করব, ঐতিহাসিক সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আবারও প্রধানমন্ত্রী করার জন্য মনস্থির করেছে দেশ।'

হিন্দু রীতি মেনে সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন অনন্ত ও রাধিকা

মুম্বই, ৩০ মে (হি. স.): গতবছরের জানুয়ারি মাসেই সম্পন্ন হয়েছিল অনন্ত ও রাধিকার বাগদান। আয়োজন ছিল এলাহি। এবছর ১২ জুলাই সনাতন হিন্দু বৈদিক রীতি মেনে সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্ট।

ধনকুবের মুকেশ আম্বানি ও নীতা আম্বানির কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানির সাথে এনকোর হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেডের প্রধান বীরেন মার্চেন্ট এবং শায়লা মার্চেন্টের কনিষ্ঠা কন্যা রাধিকা মার্চেন্টের বিবাহের দিন ঘোষণা হয়েছে। বিবাহের অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হতে চলেছে মুম্বইয়ের বিকেসির জিও ওয়ার্ল কনভেনশন সেন্টারে।

আম্বানি পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রের বিয়ে উপলক্ষে রয়েছে একাধিক অনুষ্ঠান। ১২ জুলাই শুক্রবার সনাতন হিন্দু বৈদিক রীতি মেনে বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হবে। এরপর ১৩ এবং ১৪ জুলাই হবে বিবাহ পরবর্তী অনুষ্ঠান। ১৩ জুলাই শনিবার আয়োজন করা হয়েছে আশীর্বাদ পর্বের। এদিন রীতি মেনে পরিবারের আশীর্বাদ নিয়ে নব দম্পতি প্রবেশ করবে তাদের নতুন জীবনে। অন্যদিকে ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রিসেপশন।

অশান্তি রুখতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা পুলিশ কর্তৃপক্ষর, সতর্ক কমিশনও

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): ভোটের দিন কলকাতায় অশান্তি রুখতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবারও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় পুলিশ-কর্তাদের একাংশের মধ্যে। নজর রাখছে নির্বাচন কমিশনও। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, ভোটের দিন কলকাতায় অশান্তি রুখতে টহল দেবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৩২৪টি বিশেষ কিউআরটি (কুইক রেসপন্স টিম)। এই কিউআরটি কলকাতা ছাড়াও ব্যারাকপুর, বিধাননগর ও বারাসতের একটি অংশে অর্থাৎ কলকাতা ছাড়াও কলকাতার সংলগ্ন শহরতলিতে টহল দেবে। কোথাও কোনওরকম গণ্ডগোলের পরিস্থিতি তৈরি হলে যাতে ১০ মিনিটের মধ্যে কিউআরটি পৌঁছে যায়, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

লালবাজার জানিয়েছে, প্রত্যেকটা বুথে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কলকাতার জন্য মোট ২৪৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। এর মধ্যে উত্তর কলকাতা কেন্দ্রে ১ হাজার ৮৬৯ বুথের জন্য ৬৬.৫ কোম্পানি ও দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে ২ হাজার ৭৮ বুথের জন্য ৮২.৬১ কোম্পানি, যাদবপুর কেন্দ্রের ৯৪৩টি বুথের জন্য ৩৬.৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকছে বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়াও কলকাতা পুলিশের আওতায় থাকা ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের একটি অংশে ১৪৪ বুথের জন্য ৭.৩ কোম্পানি ও জয়নগর কেন্দ্রের একটি অংশে ১২৪ বুথের জন্য ৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

ভোটের ২ দিন আগে থেকেই, ৪৫টি নাকা চেকিং পয়েন্ট, এফএসটি ও এসএসটি-র নাকায় আধা সেকশন করে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে।

এবারে কলকাতা পুলিশের আওতাভুক্ত হয়েছে ভাঙড় ডিভিশন।

উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা হওয়ায়, ভাঙড়ের উপর বিশেষ নজরদারি রাখবে কলকাতা পুলিশ। ভোটে ভাঙড় এলাকায় ১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। এছাড়াও ৩৬টি বিশেষ কিউআরটি ও রাতে ১০টি টহলদারি গাড়ি ভাঙড় এলাকায় টহল দেবে।

রাতের শহরে যে কোন রকম অশান্তি ঠেকাতে বিশেষ ব্যাবস্থা থাকছে। থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। সারারাত ধরে তারা টহল দেবেন।

বিজেপি-বিজেডি অংশীদারিত্বের লক্ষ্য ওড়িশায় সম্পদ, মানুষের সম্পত্তি চুরি করা : রাহুল গান্ধী

বালেশ্বর, ৩০ মে (হি.স.): বিজেপি ও বিজেডির বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার ওড়িশার বালেশ্বরের এক নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'বিজেপি-বিজেডি অংশীদারিত্বের লক্ষ্য ওড়িশার সম্পদ, খনি এবং মানুষের সম্পত্তি চুরি করা।' মিডিয়ার সমালোচনা করে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'যেই মাত্র আমরা দরিদ্রদের টাকা দেওয়া শুরু করব, এই মিডিয়ার লোকজন বলবে- ভারত সরকার দরিদ্রদের অভ্যাস নষ্ট করছে। কিন্তু আমরা মিডিয়ার কথা শুনব না, কারণ আপনারা আদানি-আম্বানির লোক। আমরা শুধু দেশের দরিদ্র, কৃষক ও শ্রমিকদের কথাই শুনব।'

রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'আমি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছি। বিজেপি আমার বিরুদ্ধে ২৪টি মামলা করেছে। ইডি আমাকে ৫০ ঘন্টা জেরা করেছে, আমাকে দুই বছরের জন্য জেলের সাজা দিয়েছে, আমার সাংসদ কেড়ে নিয়েছে, আমার বাড়ি কেড়ে নিয়েছে। আমি বলেছিলাম- আমার তোমার বাড়ি চাই না, আমি ভারতের কোটি মানুষের হৃদয়ে বাস করি।'

মাদককে নিজেদের উপার্জনের মাধ্যম বানিয়েছে এএপি : নরেন্দ্র মোদী

হোশিয়ারপুর, ৩০ মে (হি.স.): পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরের নির্বাচনী জনসভায় আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আবগারি দুর্নীতি নিয়ে খোঁচা দিয়ে মোদী বলেছেন, 'এই লোকজন (এএপি) পঞ্জাবকে মাদকমুক্ত করার নামে ক্ষমতায় এসেছিল, কিন্তু তাঁরা মাদককেই নিজেদের উপার্জনের উপায় বানিয়েছে। দিল্লির আবগারি কেলেঙ্কারির কথা সারা বিশ্ব জানে। খনি মাফিয়ারাও এখানে তাণ্ডব চালাচ্ছে।'

মোদী আরও বলেছেন, 'এই কট্টর দুর্নীতিগ্রস্ত ও ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদীরা পঞ্জাবকে গ্যাং ওয়ারে ফেলে দিয়েছে। এই লোকজন পঞ্জাবের শিল্প ও কৃষি দুটোই ধ্বংস করে দিয়েছে। এই কট্টর দুর্নীতিগ্রস্ত, ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদীরা নারী নিপীড়নেও এক নম্বরে পরিণত হচ্ছে।' কংগ্রেসের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেস দুর্নীতির জননী। ৬০ বছর ধরে কংগ্রেস দুর্নীতির অনেক ঘটনা ঘটিয়েছে।

কংগ্রেস ও ইন্ডি জোট দলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষজনের সংরক্ষণ কেড়ে নিতে চায় : জে পি নাড্ডা

অমৃতসর, ৩০ মে (হি.স.): কংগ্রেস ও ইন্ডি জোট দলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষজনের সংরক্ষণ কেড়ে নিতে চায়। বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস ও ইন্ডি জোট ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের সংরক্ষণ দিয়ে আমাদের দলিত, আদিবাসী, ওবিসি ও পিছিয়ে পড়া ভাইদের সংরক্ষণ কেড়ে নিতে চায়। নাড্ডার কথায়, কিন্তু মোদীজি স্পষ্টই বলেছেন, যতদিন মোদী ও বিজেপি থাকবে, আমরা কারও সংরক্ষণে ভাগ বসাতে দেব না। নাড্ডা এদিন পঞ্জাবের অমৃতসরের নির্বাচনী জনসভায় বলেছেন, 'আগে একটি সরকার ছিল, যেখানে পঞ্জাবের লোকজন দিল্লির দরবারে গিয়ে প্রণাম করত। এখন এমন একটি মান সরকার (ভগবন্ত মান) এখানে এসেছে, যে শীষমহলে গিয়ে প্রণাম করে।' আম আদমি পার্টির সমালোচনা করে নাড্ডা বলেছেন, 'এখানে একটি কট্টর বেইমান দল রয়েছে। দিল্লিতে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টির মধ্যে বন্ধুত্ব, আর এখানে তাঁদের মধ্যেই কুস্তি।'

গণনায় বাংলায় ১৩৮ জন পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল কমিশন

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ও বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক ছাড়াও চলতি লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রপিছু আরও তিনজন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। এবার একই সূত্রে ভোটগণনার উপর কড়া নজরদারি রাখতে বাংলায় ১৩৮ জন গণনা পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার কমিশনসূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

একইসঙ্গে কমিশনের ফরমান, গণনাকেন্দ্রের ভিতর রাজনৈতিক দলের গণনা সহচরদের নিজের টেবিল ছেড়ে ওঠা চলবে না। রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনের ভোটগণনা হবে এবার ৫৫টি গণনাকেন্দ্রে। কলকাতা দক্ষিণ আসনে গণনা হবে সাতটি কেন্দ্রে। ডায়মন্ড হারবার আসনের ভোট গোনা হবে চারটি আসনে। রায়গঞ্জ ও বারাসত আসনে দুটি করে ও দার্জিলিং আসনের ভোটগণনা হবে তিনটি কেন্দ্রে। এই ৫৫টি গণনাকেন্দ্রে ছড়িয়ে থেকে ভোটগণনা পর্বের উপর নজরদারি রাখবেন ১৩৮ জন গণনা পর্যবেক্ষক।

বৃহস্পতিবার দাম কমল অপরিশোধিত তেলের

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি. স.): বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কিছুটা কমেছে। জানা গিয়েছে, এদিন অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারে নেমে এসেছে। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৫ দশমিক ৫৬ ডলারে নেমে এসেছে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড অপরিশোধিত তেল প্রতি ব্যারেল ৭৯ দশমিক ১৯ ডলারে এসেছে।

এদিন দিল্লিতে পেট্রোল লিটার পিছু বিক্রি হচ্ছে ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল বিক্রি হচ্ছে ৮৭.৬২ টাকায়। মুম্বইতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যথাক্রমে ১০৪.২১ টাকা এবং ৯২.১৫ টাকা। কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৩.৯৪ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯০.৭৬ টাকা। চেন্নাইতে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ১০০.৮৫ টাকায় এবং ডিজেল মিলছে ৯২.৪৩ টাকা।

করিমগঞ্জের চুড়াইবাড়িতে উদ্ধার কুড়ি লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ কফ সিরাপ, গ্রেফতার তিন

বাজারিছড়া (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : কুড়ি লক্ষাধিক টাকার নেশাজাতীয় কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টে। মাদক কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ওয়াচপোস্ট পুলিশ।

গতকাল বুধবার দশ লক্ষাধিক টাকার বিদেশি সিগারেট উদ্ধারের পর আজ বৃহস্পতিবার ফের নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল পেয়েছে বাজারিছড়ার চুড়াইবাড়ি পুলিশ।

অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, আজ সকালে অভিযান চালিয়ে একটি কন্টেইনার (পণ্যবাহী লরি) থেকে ২০ লক্ষাধিক টাকার নেশা জাতীয় কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা। নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়। তারা উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা গম্ভীর সিং, কুলদীপ যাদব এবং সন্তোষ যাদব।

তিনি জানান, আজ সকালে গুয়াহাটি থেকে এইচআর ৩৭ ই ৪২৩৪ নম্বরের ভিআরএল লজিস্টিক লিমিটেডের একটি কন্টেইনার অনলাইন সামগ্রী নিয়ে ত্রিপুরার রাজধঝানী আগরতলার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে চুড়াইবাড়ি ওয়াচপোস্টে পৌঁছে। পুলিশ কর্মীদের নিয়ে লরিতে তালাশি চালান তিন। তালাশি চালিয়ে বিভিন্ন সামগ্রীর আড়াল থেকে ১৪ কার্টুনে ১৫০ শিশি ২,১০০ শিশি নেশার এসকফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলির কালোবাজারি মূল কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকার বেশি হবে।

পুলিশ অফিসার মিলি জানান, ধৃতদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গন্ধবিহীন এ জাতীয় নেশা সামগ্রীর বাপক চাহিদা বাংলাদেশে। বাংলাদেশে প্রতি শিশি কফ সিরাপ এক হাজার থেকে ১,২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়।

পুরীর মন্দিরের দুর্ঘটনায় প্রার্থনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): পুরীর জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রায় বাজির স্তূপে আগুন লেগে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বাজি ফেটে জখম হলেন বহু পুণ্যার্থী। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার এক্স-বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি লিখেছেন, "ভগবান জগন্নাথের চন্দন যাত্রার সময় পুরীতে বিধ্বংসী আতশবাজির ঘটনা সম্পর্কে জেনে হতবাক। দুর্ঘটনার ফলে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের দ্রুত এবং সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। ওড়িশা সরকারের প্রতি সংহতি জানাই।"

বানতলার পৈশাচিকতার বার্ষিকী-স্মরণ তথাগতের

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): বানতলার পৈশাচিকতার ৩৪তম বার্ষিকী স্মরণে এক্স-বার্তায় কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বৃহস্পতিবার তিনি লিখেছেন, "যাঁরা মনে করেন 'এর চাইতে সিপিএমও ভাল ছিল' তাঁদের জন্য।

আজ ৩০শে মে, বানতলার পৈশাচিকতার ৩৪তম বার্ষিকী। ১৯৯০ সালে এই দিনটিতে কলকাতার কাছেই বানতলায় তিনজন মহিলা সরকারি অফিসার ও তাঁদের ড্রাইভারকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যা করেছিল সিপিএমের কিছু ক্যাওড়া। একজন মহিলা অফিসারের যোনিপথে একটি আস্ত টর্চ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শব-ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে এই দেখে এক মহিলা সার্জন অজ্ঞান হয়ে যান।

খবর পেয়ে জ্যোতি বোস তাচ্ছিল্যভরে বলেছিল, "এমন তো কতই হয়"! এর পর হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখেছেন, বিজেপির কোন বিকল্প নেই।

প্রসঙ্গত, ১৯৯০ সালের ৩০ মে গোসাবা রাঙাবেড়িয়া থেকে ফেরার পথে বানতলা রোডে একদল দুষ্কৃতির হাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুই মহিলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ও একজন ইউনিসেফের আধিকারিক ধর্ষিতা হন। দুষ্কৃতিদের বাধা দিতে গিয়ে একজন আধিকারিক ও তাদের গাড়ির চালক নিহত হন। বিষয়টিকে ঘিরে প্রবল আলোড়ন হয়।

অমরনাথ যাত্রার পর বিধানসভা ভোট হবে জম্মু ও কাশ্মীরে, আশাবাদী ফারুক আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ৩০ মে (হি.স.): অমরনাথ যাত্রার পর বিধানসভা ভোট হবে জম্মু ও কাশ্মীরে, এমনটাই আশা করছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, এখানে যখন শান্তিপূর্ণভাবে লোকসভা নির্বাচন হতে পারে, তাহলে বিধানসভা নির্বাচন কেন করা যাবে না?

ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, ফুঁসছে বহু নদী, সতর্কতা উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায়

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.): বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এ ভারী বৃষ্টির ভ্রূকুটি রয়েছে। এই দুই জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অতিবৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় ভূমিধ্বসের আশঙ্কাও রয়েছে। সেইসঙ্গে তিস্তা, তোর্সা থেকে শুরু করে জলঢাকা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

জরিমানা ও পণ্য আটকের অভিযোগে ব্যান্ডেল আরপিএফ অফিসে বিক্ষোভ হকারদের

হুগলি, ৩০ মে (হি. স.): হকারদের জরিমানা করা এবং তাঁদের সামগ্রী আটকে রাখার প্রতিবাদ জানাতে বৃহস্পতিবার তুমুল বিক্ষোভ হয় ব্যান্ডেল আরপিএফ অফিসে। তৃণমূলের পতাকা নিয়ে এদিন বিক্ষোভে সামিল হন হকাররা।

অভিযোগ, অন্যায় ভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে আরপিএফ। বুধবার, ১৭ জন হকারকে ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে আটক করা হয় বলেও ক্ষোভ তাঁদের। বিক্ষোভকারীদের দাবি, আটশো-ন"শো টাকা করে জরিমানা করে আটকদের ছেড়ে দেওয়া হলেও তাঁদের সামগ্রী আটকে রাখা হয়। এরই প্রতিবাদে, এ দিন সকাল থেকে ব্যান্ডেল আরপিএফ অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন হকাররা।

স্থানীয় দেবানন্দপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য, পীযুষ ধর আরপিএফ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেন। তৃণমূল নেতার বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ট্রেনে হকারি করে জীবিকা নির্বাহ করেন কয়েকশো হকার। চা-জল বিক্রি থেকে শুরু করে নানা ধরনের খাবার, খুব সামান্য দামে বিক্রি করেন তাঁরা। এই হকারদের বিরুদ্ধে আরপিএফ এর আগেও ব্যবস্থা নিয়েছিল। সে সময়ও আন্দোলন হয়েছিল। তার পর আরপিএফের তরফে তৎপরতা কিছু দিন বন্ধ ছিল। হালে, ফের "সক্রিয়" হয়ে উঠেছে আরপিএফ। হকারদের সামগ্রী আটকে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এসব বন্ধ না হলে তীব্র আন্দোলন হবে, জানান তিনিও।

ব্যান্ডেল আরপিএফের অবশ্য বক্তব্য, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এসি কামরায় উঠে পড়েছিলেন হকাররা। যাত্রীরা অভিযোগ করেছেন। সে কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আইনগতভাবে আরপিএফ ব্যবস্থা নেবে, জানানো হয়েছে এই কথাও।

সমগ্র বিশ্বকে নিজ পরিবার মনে করে ভারত : উপ-রাষ্ট্রপতি

নৈনিতাল, ৩০ মে (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালের কাইঞ্চি ধামের নিম করোলি বাবা মহারাজ মন্দিরে প্রার্থনা করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। বৃহস্পতিবার যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় কাইঞ্চি ধামের নিম করোলি বাবা মহারাজ মন্দিরে প্রার্থনা করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড়, পুজো দেন উপ-রাষ্ট্রপতির স্ত্রীও। পূজার্চনা করার পর ধনখড় বলেছেন, 'এটাই "দেবভূমি", ভারত মহাপুরুষের ভূমি।'

উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বলেছেন, 'ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বিশ্বে অতুলনীয়। অন্য কোনও দেশের ৫০০০ বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই। ভারত সমগ্র বিশ্বকে নিজস্ব পরিবার বলে মনে করে,০ এমন জায়গায় আপনারা আত্মাকে খুঁজে পাবেন।'

ভেঙে বিপত্তি

● প্রথম পাতার পর

রক্ষা পায় এলাকার তিনটি শিশু। বি এস এন এল কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও উনারা রাস্তা থেকে এই পড়ে থাকা দেওয়ালটি সরিয়ে নেওয়ার কোনরকম উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না বলে দাবি এলাকার জনগণের। জানা যায় এলাকার বসবাসকারী অটো চালকরা রাস্তার মধ্যে পাকা ওয়ালটি পড়ে থাকায় তাদের অটো নিয়ে ব্যবসার জন্য বাইরে যেতে পারছেন না। ফলে চরম বিপত্তি দেখা দিয়েছে এলাকায়।

যুব মোর্চার

● প্রথম পাতার পর

গত ছয় বছরে ১৬৪ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে রাজ্যে। চিকিৎসক এবং স্পেশালিটি ডাক্তার নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যেই অর্থ দপ্তর অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়াও ফার্মাসিস্ট ল্যাব টেকনিশিয়ান নিয়োগের জন্য অর্থ দপ্তর অনুমোদন দিয়েছে। এর আগে এ ধরনের নিয়োগ সম্ভব হয়নি রাজ্যে। জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ফরেনসিক বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪ টি নতুন মহাবিদ্যালয় এবং জুরানিয়া আইন-কলে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। এদিন তথ্য দিয়ে যুব মোর্চার সদস্যরা দাবি করেন বিজেপির শাসনে রাজ্য ত্রিপুরা বরাবরই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছে।

বাম ছাত্র সংগঠনগুলি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এ ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন যুব মোর্চার মুখপাত্র। তিনি বলেন এরই প্রতিবাদে আগামী ১ জুন রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করবে যুব মোর্চা। ৬০ টি মন্ডলে একযোগে এই প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হবে। বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ের সামনেও সদর শহর ও সদর গ্রামীণের ১৪ টি মন্ডলের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ মিছিল সারা রাজ্যের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে।

পথ অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয় বাইখোড়া থানার পুলিশ ও স্থানীয় নেতৃত্বরা। সকলের উপস্থিতিতে দীর্ঘ একঘন্টা পথ অবরোধ চলার পর পথ অবরোধ মুক্ত করে স্থানীয় লোকজনেরা। সকলের আশ্বাসে আজকের এই অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

দ্রুততার সহিত এলাকায় বিদ্যুৎ না পৌঁছানো হলে এলাকাবাসীরা আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানান। এখন দেখার বিষয় এই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দিতে দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

এক ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

থেকে অরুপ দেবের কাছে ফোন আসে একটি পার্সেল এসেছে অফিস থেকে আনার জন্য। যথারীতি অরূপ বাবু বনকর ফিল্প কার্ড অফিস সংলগ্ন কুরিয়ার অফিসে ছুটে যান এবং সেখানে গিয়ে তিনি ১০০০ টাকা জমা করে পার্সেল হাতে নেন। তখন অরুপ দেবের সন্দেহ হয়। সাথে সাথে অফিসের এক কর্মীকে বলেন বক্সটি খোলার জন্য। আর যখনই বক্সটি খোলা হয় পার্সেলের মালিক অরুপ দেব সহ কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মীরা হতবাক হয়ে যায়।

বক্সের ভেতরে লাঞ্চ বক্সের পরিবর্তে রয়েছে একটি প্লাস্টিকের খেলনার জিনিস। কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মীদেরকে অরুপ দেব জানায় পার্সেলটি নেবেন না ,বলে টাকা ফেরত চাইলেন। তখন তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় এটা একটি ভুয়া ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করে ফেলেছেন। আর এই অর্ডারটি বাতিল করা যাবে না টাকাও ফেরত দেওয়া যাবে না। কিন্তু এখন আর কোন কিছু করার নেই। এ নিয়ে এক প্রকার ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন প্রতারিত অরূপ দেব।

পরবর্তী সময়ে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সামাজিক মাধ্যমে জিনিস ক্রয় করা থেকে বিরত থাকার সচেতনামূলক বার্তা দেন। যাতে করে কেউ তার মতো প্রতারণার ফাঁদে না পরে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভগবতী আম্মান মন্দিরে পূজার্চনা মোদীর, কন্যাকুমারীতে ধ্যানে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

কন্যাকুমারী, ৩০ মে (হি.স.): কন্যাকুমারীতে ধ্যানে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে কন্যাকুমারীতে ৪৮ ঘন্টার ধ্যানে বসেছেন নরেন্দ্র মোদী। দেশের মূল ভূখণ্ডের অদূরে যে শিলার উপর বসে ধ্যান করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, সেই 'ধ্যানমণ্ডপমে' বসে ধ্যান করছেন মোদী। ৩০ মে সন্ধ্যা থেকে ১ জুন সন্ধ্যা পর্যন্ত ধ্যানে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী।

তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে পৌঁছনোর পর সর্বাগ্রে ভগবতী আম্মান মন্দিরে পুজো দেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর তিনি পৌঁছন বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে। আর সন্ধ্যায় ধ্যানে বসেন মোদী। এর আগে দু'বার লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শেষে আধ্যাত্মিক সফরে বেরিয়েছিলেন তিনি। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের প্রচার শেষে গিয়েছিলেন কেদারনাথ। ২০১৪ সালে গিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের প্রতাপগড় দুর্গে। এ বার দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারী।

পিএম-কিষাণ যোজনার ওপর বৈঠক করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : দেশের কোটি কোটি কৃষক প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন । কৃষকদের অর্থ সাহায্য করার উদ্দেশ্যে মোদী সরকার কয়েক বছর আগে এই যোজনা শুরু করেছিল। গত ফেব্রুয়ারি যোজনার ১৬—তম কিস্তির টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছিল । এবার ১৭—তম কিস্তির অপেক্ষায় কোটি কোটি কৃষক । সূত্রের খবর, লোকসভা নির্বাচনের পর জুন বা জুলাই মাসে পরবর্তী কিস্তির টাকা ট্রান্সফার করা হতে পারে।

আজ বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুল যাদবের পৌরোহিত্যে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে কৃষি বিভাগের অন্তর্গত পিএম-কিষাণ যোজনার ওপর এক পর্যালোচনা বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক উদয়শংকর দত্ত, করিমগঞ্জ সদরের দেবাশিস বরা, সহকারী আয়ুক্ত রংবামন তেরন, জেলা কৃষি আধিকারিক হেমেন দাস সহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মচারীরা।

হাইলাকান্দির ত্রাণ শিবিরগুলিতে জল পরিশোধক বিতরণ

হাইলাকান্দি (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার বন্যায় এখন পর্যন্ত ৩১টি জিপির ৩২৫ হেক্টর জমির গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির চাষ বন্যার কবলে পড়েছে। এদিকে জেলার বন্যা দুর্গতদের মধ্যে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ থেকে জল পরিশোধক বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১,৬০০ রাসায়নিক সামগ্রী বণ্টন করা হয়েছে। পাশাপাশি ভেটেরিনারি বিভাগ থেকে বন্যাদুর্গত গবাদি পশুর চিকিৎসাও অব্যাহত রয়েছে।

আজ জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৭০টি গবাদি পশুকে বিভাগ থেকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জেলার বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে দুর্গতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র বিতরণ করা শুরু হয়েছে।এদিকে আজ জেলাশাসক নিসর্গ হিভারে কাটাখাল নদীর জলস্ফীতিতে বন্যাকবলিত রতনপুর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বন্যা দুর্গতদের খোঁজখবর নিতে এসডিআরএফ বাহিনীর বিশেষ লঞ্চে ওই এলাকা পরিদর্শন করেন।অন্যদিকে হাইলাকান্দি টেরিটরিয়াল রোড ডিভিশন—এর নির্বাহী বাস্তকার জানিয়েছেন, মরশুমের প্রথম দফার বন্যায় জেলার ২৩টি গ্রামীণ সড়ক কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

১ জুন সপ্তম দফায় ভোট বসিরহাটে

বসিরহাট, ৩০ মে (হি.স.): আগামী ১ জুন, শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। বসিরহাট লোকসভার প্রত্যন্ত নদী উপকূলবর্তী ১৭৮টি বুথে ভোটসামগ্রী নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় নদীপথে বৃহস্পতিবারই পৌঁছে গেলেন ভোটকর্মীরা। ১৭৮টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার ১০০ টি ও সন্দেশখালি বিধানসভার ৭৮ টি বুথ রয়েছে। সন্দেশখালি বিধানসভার ডিসিআরসি করা হয়েছে দক্ষিণ আখড়াতলা রবীন্দ্র শিক্ষা নিকেতন ও হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার ডিসিআরসি করা হয়েছে হিঙ্গলগঞ্জ আইটিআই কলেজ। ভোটকর্মীদের লাইফ জ্যাকেট ও এলইডি এমারজেন্সি ল্যাম্প দেওয়া হয়। সব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকছে। ১০০ শতাংশ বুথেই ওয়েব কাস্টিং এর ব্যবস্থা থাকছে।

প্লাবিত বন্যার জলে

পাথারকান্দি (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : গত প্রায় ৭২ ঘন্টার অবিরাম বৃষ্টির জলে থইথই করছে পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক শিক্ষাখণ্ডের অধীন প্রেমময়ী সিনিয়র বেসিক স্কুল। স্কুলের ভেতর এবং চারপাশ বন্যার জলে ভাসছে।গত মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় কাবাড়িবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দক্ষিণ বিলবাড়ি এলাকায় লঙ্গাই নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়া ছাড়া ও ফরেস্ট গেট সংলগ্ন স্লুইচ গেটের সামনে বাঁধের ওপর দিয়ে জল প্রবাহিত হওয়ায় এলাকার প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্লাবিত হয়েছে।খবর পেয়ে বুধবার সকালে স্কুলে ছুটে যান প্রধানশিক্ষক নরেন্দ্রচন্দ্র দাস। হঠাৎ করে বন্যার জলে স্কুলের যাবতীয় আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বিদ্যালয়ের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রাদি সুরক্ষিত রাখতে প্রধানশিক্ষক আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান।

বর্ষার আগমণে বৃষ্টিতে ভিজছে কেরল, জারি হলুদ সতর্কতা

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ মে (হি.স.): দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কেরলে প্রবেশ করেছে। একইসঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করেছে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির কিছু জায়গাতেও। সাধারণত পয়লা জুন কেরলে বর্ষা ঢোকে। কিন্তু এবার দু'দিন আগেই এলো। কেরলে গত কয়েকদিন ধরেই প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি হচ্ছিল, আর বৃহস্পতিবার বর্ষা প্রবেশের সঙ্গে বৃষ্টি আরও বাড়ছে।এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সবকটি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তিরুবনন্তপুরম এবং এর্নাকুলামে বেশ কিছু এলাকা ইতিমধ্যেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবির। প্রধান নদীগুলির জলস্তর বাড়ছে। কেরল ও লাক্ষাদ্বীপের মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

নগদ টাকা

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরায় প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।এদের মধ্যে একজন মহিলা এবং দুইজন পুরুষ রয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও জানিয়েছেন, তারা কাজের জন্য পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার পরিকল্পনায় ছিলেন। ধৃতরা হলেন, বাংলাদেশের বাসিন্দা মহম্মদ নূর, মহম্মদ আবদ্দুলা এবং আসনা বেগম। তাদের কাছে ভারতীয় ৩ হাজার টাকা এবং বাংলাদেশী বারোশো টাকা উদ্ধার হয়েছে।

করিমগঞ্জে ভোট গণনা পর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সবার সহযোগিতা চাইলেন রিটার্নিং অফিসার

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : ভোট গণনা পর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন করিমগঞ্জের রিটার্নিং অফিসার তথা জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব।

আগামী ৪ জুন অনুষ্ঠেয় লোকসভা নির্বাচনের গণনা কার্য্য কেমন করে সম্পন্ন হবে তা নিয়ে রিটার্নিং অফিসার মৃদুলকুমার যাদব সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাস, অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলন।

রিটার্নিং অফিসার মৃদুলকুমার যাদব বলেন, করিমগঞ্জ কলেজে ভোট গণনা হবে। প্রতি রাউন্ডের ফলাফল মাইকের মাধ্যমে ঘোষণা করা হবে। গণনার দিন যাতে স্বচ্ছ এবং সুষ্ঠুভাবে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন যায় তার জন্য প্রশাসন সর্বপ্রকার প্রস্তুতি নিয়েছে। তাছাড়া, প্রতিটি গণনা কক্ষে একজন এআরও থাকবেন। পোস্টাল ব্যালট গণনার সময় ১০টি টেবিলের প্রতিটিতে একজন এআরও থাকবেন। গণনার সময় জেনারেল অবজারভার, পুলিশ অবজারভার, এক্সপেনডিচার অবজারভার ছাড়াও একজন কাউন্টিং অবজারভার থাকবেন।তিনি আরও জানান, করিমগঞ্জ কলেজে সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে ইভিএমের ভোট গণনা শুরু হবে। প্রথমে করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলার পোস্টাল ব্যালটগুলো ১০টি টেবিলে গণনা হবে। এর পর করিমগঞ্জ জেলার চার বিধানসভা এলাকার ভোট গণনা আরম্ভ হবে। তিনি বলেন, করিমগঞ্জ জেলার চারটি বিধানসভার মধ্যে ১২৩ নম্বর উত্তর করিমগঞ্জে মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ৩০১টি। এই কেন্দ্রের ভোট ১৪টি টেবিলে মোট ২২ রাউন্ডে গণনা হবে।১২৪ নম্বর দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় মোট ভোট কেন্দ্র ৩১২টি। এগুলি ১৪টি টেবিলে ২৩ রাউন্ডে গণনা হবে। ১২৫ নম্বর পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ভোট কেন্দ্র ১৯৮। এগুলি ১২টি টেবিলে ১৭ রাউন্ডে গণনা হবে। ১২৬ নম্বর রামকৃষ্ণনগর (এসসি) বিধানসভা এলাকার মোট ভোট কেন্দ্র ২৪৭টি। এগুলি ১৪টি টেবিলে ১৮ রাউন্ডে গণনা করা হবে।পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস জানান, গণণা কেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় সুরক্ষা বলয় থাকবে। গণনা কেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশ বজায় রাখতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান পুলিশ সুপার।

এবার চার লক্ষ ভোটে জেতাতে হবে আমাকে, পথসভায় আর্জি অভিষেকের

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩০ মে (হি. স.): "এবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে চার লক্ষ ভোটে আমাকে জেতাতে হবে। আর ফলতা থেকে আমার জয়ের ব্যবধান কিন্তু এক লক্ষের বেশি ভোটে হওয়া চাই।' বৃহস্পতিবার প্রচারের শেষ দিনে সকালে ফলতার জোড়া বটতলা থেকে নতুন রাস্তার মোড় পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা করলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেমালের জেরে আগে অভিষেকের প্রস্তাবিত একটি কর্মসূচি বাতিল হয়। এদিন পথসভায় অগণিত মানুষের ঢল দেখে বেশ কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। তিনি বলেন, 'এটা তো দেখছি নির্বাচনী সমাবেশ নয়, বিজয় সমাবেশ। ২০১৯ এর লোকসভা ভোটে ফলতা বিধানসভা থেকে মানুষ আমাকে ৪৩ হাজার ভোটে জিতিয়েছিলেন। ২০২১ এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ফলতায় চল্লিশ হাজার সাতশো ভোটের ব্যবধানে জিতেছিল।" এর পরেই বেশি ব্যবধানে এবার তাঁকে জেতানোর আর্জি জানান।

অভিষেক বলেন, 'গত ২৯ তারিখ ফলতায় আমার এই রাজনৈতিক কর্মসূচির কথা ছিল। কিন্তু রেমালের জন্য আবহাওয়া খারাপ থাকায় সেই কর্মসূচি বাতিল করতে হয়। পরিবর্তে আজ প্রচারের শেষদিনে শেষ পেরেকটা বিজেপির কফিনে পুঁতব বলে ফলতায় এসেছি।'তাঁর দাবি, 'কেউ আটকাতে পারবে না। কেন্দ্রে এবার পরিবর্তন হচ্ছেই। অত্যাচারী, স্বৈরাচারী বিজেপির বিসর্জন শুধু সময়ের অপেক্ষা।' এদিন দুপুরের পর মহেশতলার বাটা মোড় থেকে ডাকঘর পর্যন্ত অভিষেক শেষ নির্বাচনী প্রচারে আরও একটি য়ে অংশ নেন।

উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে

জলপাইগুড়ি, ৩০ মে (হি. স.): উত্তরবঙ্গে শুরু হয়েছে ঝড়বৃষ্টি। হাওয়া অফিস বলছে, উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে। মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে গরম ও অস্বস্তি বাড়বে।

বৃহস্পতিবার নতুন করে পশ্চিমে ঝঞ্ঝা ঢোকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। অসম, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিম-মধ্য আরব সাগরে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। একটি অক্ষরেখা রয়েছে উত্তর প্রদেশ থেকে থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত। যার জেরে উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে।উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। সঙ্গে বইবে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এই পাঁচ জেলাতে বৃষ্টি চলবে আগামী তিন-চার দিন। শুক্রবার পর্যন্ত জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি সতর্কতা থাকছে।জেলাতে ভারী বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাসের পূর্বাভাস রয়েছে। এই ভারী বৃষ্টি চলবে চার-পাঁচ দিন। শনিবার থেকে উত্তর দিনাজপুরেও রয়েছে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। শনি ও রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুর এই ছয় জেলাতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

অনলাইন জুয়া ! বরখাস্ত আসাম পুলিশের বীরাঙ্গনা কমান্ডো জওয়ান পাপড়ি কলিতা

গুয়াহাটি, ৩০ মে (হি.স.) : অনলাইনে জুয়া খেলার অ্যাপ খোলার অভিযোগে আসাম পুলিশের বীরাঙ্গনা কমান্ডো বাহিনীর জওয়ান পাপড়ি কলিতাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। একটি জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল)-র পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের গৃহ দফতর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।জানা গেছে, কুঁহি নামে বহুল পরিচিত পাপড়ি কলিতা ইউটিউভ চ্যানেলের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া অ্যাপের বিজ্ঞাপন প্রচার করতেন। এই অ্যাপে কুঁহি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বিষয়টি সম্পর্কে আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে পাপড়ি কালিতার জুয়া অ্যাপের প্রচারে জনসাধারণের ওপর নৈতিক এবং নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং পুলিশ বাহিনীর সততা ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে রাজ্য গৃহ বিভাগ তাঁকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

জলসঙ্কট দিল্লিতে, ট্যাঙ্কারে জল সরবরাহ প্রশাসনের

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি. স.): রাজধানী দিল্লিতে ক্রমশ জলের সমস্যা বাড়ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি জলসঙ্কট দেখা দিচ্ছে দিল্লিতে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে সকাল থেকেই জল পাওয়া যাচ্ছে না।বৃহস্পতিবার দুপুরে চানক্যপুরীর সঞ্জয় ক্যাম্প এলাকায় জলের ট্যাঙ্ক আসতেই উপচে পড়া ভিড় দেখা যায় ওই এলাকায়। ভিড় করে জল সংগ্রহ করেন স্থানীয়রা। যদিও এলাকাবাসীদের ক্ষোভ, ট্যাঙ্কে পর্যাপ্ত জলের চাহিদা মেটেনি। জলের সমস্যা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

প্রজ্জ্বল রেভান্নাকে গ্রেফতারির দাবিতে মিছিল

বেঙ্গালুরু, ৩০ মে (হি. স.): প্রজ্জ্বল রেভান্নাকে গ্রেফতার করতে হবে, এই দাবিতে কর্ণাটকের হাসান লোকসভা কেন্দ্রে জড়ো হয়ে মিছিল করলেন কয়েক হাজার মানুষ। বহিস্কৃত জেডিএস নেতা প্রজ্জ্বল রেভান্নাকে গ্রেফতারির দাবিতে মিছিল শুরু করেন বহু মানুষ। প্রসঙ্গত দেশে ফিরে ৩১ মে এসআইটি-র দফতরে হাজির হবেন অশ্লীল ভিডিয়োকাণ্ডে অভিযুক্ত প্রজ্জ্বল রেভান্না। নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে ভিডিয়ো পোস্ট করে ৩১ মে এসআইটি-র দফতরে হাজির হওয়ার কথা জানান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার নাতি।এদিকে ভারতে ফেরার আগে অন্তবর্তী জামিনের আবেদন করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার নাতি প্রজ্জ্বল। ৩১ মে এসআইটির দফতরে হাজির হলে, তাঁকে যাতে গ্রেফতার করতে না পারে পুলিশ, সেই আশঙ্কা থেকেই আগেভাগে অন্তবর্তী জামিনের আবেদন করেন প্রজ্জ্বল রেভান্না।

পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে আগুন

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি. স.): ফের অগ্নিকাণ্ড দিল্লিতে। সোনিয়া বিহার থানার অন্তর্গত ওয়াজিরাবাদ পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের ভিতরে বৃহস্পতিবার আগুন লেগে যায় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন।জানা গেছে, ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক। আগুনে দাউ-দাউ করে জ্বলতে দেখা যায় ট্রেনিং সেন্টারের বাইরে রাখা গাড়ি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে দমকল বাহিনী।অগ্নিকাণ্ডের জেরে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এফিডেভিট

আমি MD. UJJAL HOSSAIN, S/O MD.ABDUL KASEM, বাড়ি প্রভুরামপুর,পোঃএনসি নগর,থানাঃ বিশালগড়, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা, ৭৯৯১০২ আমার সমস্ত অরিজিনাল কাগজপত্রে (আধার কার্ড ও ভোটার আইডি কার্ডে)আমার নাম MD. UJJAL HOSSAIN ও পিতা MD. ABDUL KASEM সঠিক আছে। কিন্তু আমার পাসপোর্টে (N9720980) ভুলবশত আমার নাম MD.UJJAL HOSSEN S/O MD. ABDUL KASHEM ওঠে রয়েছে।তাই গত ২০/০৫/২০২৪ ইং তারিখে বিশালগড় মহকুমা আদালতে Affidavit মূলে (IN-TR27828854277130W) আমি MD. UJJAL HOSSAIN–SùO MD.ABDUL KASEM এবং MD.UJJAL HOSSEN–S/O MD. ABDUL KESHEM একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম।

S/d-
MD. UJJAL HOSSAIN

এফিডেভিট

আমি MD.ABDUL KASEM S/O Late MUKTUL HOSSEN বাড়ি. প্রভুরামপুর, পোঃ এনসি নগর, থানাঃ বিশালগড়, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা, ৭৯৯১০২

আমার ছেলের সমস্ত অরিজিনাল কাগজপত্রে (আধার কার্ড ও ভোটার আইডি কার্ডে)আমার নাম MD. ABDUL KASEM সঠিক আছে। কিন্তু আমার ছেলের পাসপোর্টে (N9720980) ভুলবশত আমার নাম MD. ABDUL KASHEM ওঠে রয়েছে।তাই গত ২০/০৫/২০২৪ ইং তারিখে বিশালগড় মহকুমা আদালতে Affidavit মূলে (IN-TR27828854277130W) আমি MD.ABDUL KASEM S/O Late MUKTUL HOSSEN একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম।

S/d
MD.ABDUL KASEM

AFFIDAVIT

I Asit Pal S/o Bisweswar Pal & Priti Kana Pal of Vill. 150 Shaltali, Kathalia. PO. Kathalia, PS. Jatrapur, Dist. Sepahijala Tripura, PIN 799131, aged about 36yrs.. by Religion-Hindu, by profession-Cultivator, citizen of India, do hereby solemnly affirm and declare as under:-

That my name is Asit Pal, my father's name is Bisweswar Pal, my mother's name is Priti Kana Pal and my residential address is Vill. 150 Shaltali, Kathalia, PO. Kathalia, PS. Jatrapur, Dist. Sepahijala Tripura, PIN 799131 which is recorded in some papers.This is true to my knowledge

That my name, father name, mother's name and residential address also recorded as Asit Paul S/o Bisweswar Paul & Priti Kana Paul Vill. Shaltali, PO. Kathalia, PO, Jatrapur, West Tripura, PIN 799181 in my Passport vide No. J9628099, dt. 17/02/2012 A/D, issued from Kolkata.

This is true to my knowledge

That I am swearing this affidavit to prove that Asit Pal, Asit Paul are the same person who is I mysef. Bisweswar Pal, Bisweswar Paul are the same person who is my father, Priti Kana Pal, Priti Kana Paul are the same person who is my mother and my residential address is Vill. 150 Shaltali, Kathalia, PO. Kathalia, PS. Jatrapur, Dist. Sepahijala Tripura, PIN 799131.

In acknowledgement whereof I put my signature on this day of Regd. No.- 13510 OF 2018 May, 2024 A/D at Sonamura Court premises.

S/d-
Asit pal

াঙ্গন

সরাসরি জয়ের টার্গেটে আজ থেকে হার্ভে-কসমোপলিটন, পোলস্টার-চলমান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তৃতীয় তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলা। প্রাকৃতিক পরিস্থিতি অনেকটা অনুকূলে। বিরতির বৃহস্পতিবার কয়েক ফেঁটা বৃষ্টি। আগামীকাল তা জারি না থাকার যথেষ্ট পূর্বাভাস রয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়াম এবং পিটিএ গ্রাউন্ড দুটোই কিন্তু খেলা চালানোর জন্য আপাতত তৈরি রয়েছে। আগামীকাল ম্যাচ শুরুর নির্ধারিত সময়ে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে বলে অনুমেয়। এ ডিভিশন সুপার ফোর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দু-দিনের টেস্ট ম্যাচ। প্রতি দলের হাতে সর্বাধিক দুই ইনিংস করে খেলার সুযোগ। চার দলের দুটি ম্যাচ ২৫ ও ২৬ মে-তে কিন্তু অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছে। পয়েন্টের ভাগাভাগি করতে হয়েছে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার হিসেব-নিকেশ করে।

২৮ ও ২৯ মে দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা একটি পরিত্যক্ত, অপরটি অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হলে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে চলমান সংঘ ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। কসমোপলিটন পেয়েছে ১ পয়েন্ট। পরিত্যক্ত ম্যাচে হার্ভে ও পোলস্টার দুই-দুই করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। এবার হার্ভে ও কসমোপলিটনের কথা। সর্বশেষ দু দলের মধ্যে খেলা হয়েছিল সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ক্লাব লীগে, ১৭ মে-তে। ১৪ দিনের ব্যবধানে আগামীকাল থেকে এমবিবি স্টেডিয়ামে ফের দু দল পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। এ ডিভিশন সুপার ফোরের লড়াই।

দুদিনের ম্যাচ। প্রতি দলের জন্য ২ ইনিংসের খেলা। লীগের ম্যাচে কিন্তু হার্ভে বিশেষ করে সাহিল সুলতানের বোলিং ভেলকিতে ৭৯ রানের ব্যবধানে কসমোপলিটন কে পরাজিত করেছিল।

টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুবিধা নিয়ে হার্ভে ৪৯.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৩৪ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে কস্মপলিটন ক্লাব ১৫৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় ৪৩.৩ ওভার খেলে।

এদিকে, আগামীকাল থেকেই এ ডিভিশন সুপার ফোর-এর অপর খেলায় পোলস্টার ও চলমান সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। ম্যাচটি পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। ২৪ দিন আগে লীগের ম্যাচে কিন্তু পোলস্টার বিশেষ করে সন্দীপ সরকারের অনবদ্য পারফরম্যান্সে ৪৬ রানের ব্যবধানে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুবিধা পেয়ে পোলস্টার ৪৬.২ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৯৪ রানে ইনিংস শেষ করেছিল।

জবাবে চলমান সংঘ ৪১ ওভার খেলে ১৪৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

আগামীকাল থেকে শুরুঃ হতে যাওয়া দুটি টেস্ট ম্যাচের ক্ষেত্রেই চার দলের অদম্য ইচ্ছা সরাসরি জয় পেতে।

অন্ততপক্ষে প্রথম ইনিংসে লিভ নিতে পারলেও চ্যাম্পিয়ন, রানার্স এর মত সাফল্য অর্জন করা যাবে বলে, সেই টার্গেটেই প্রতিটি দল আগামীকাল মাঠে নামছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: পাকিস্তানকে সেমিফাইনালে দেখছেন না গাভাস্কার, হেইডেন, লারা!

নিউইয়র্ক, ৩০ মে (হি. স.): ২০২২ এর টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্স আপ পাকিস্তানকে এবারের আসরে সেমিফাইনালে দেখছেন না সুনীল গাভাস্কার, লারা ও হেইডেন! এই তিন কিংবদন্তি বলছেন বাবর আজমরা শেষ চারে ওঠার মতো দল নয়!

আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল, আফগানিস্তানকে সম্ভাব্য সেমিফাইনালিস্ট হিসাবে ঘোষণা করেছেন লারা।ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি লারা আফগানদের পাশাপাশি ভারত, ইংল্যান্ড এবং উইন্ডিজকে শেষ চারে দেখছেন।

লারার মতো পাকিস্তানকে শেষ চারের বাইরে রেখেছেন হেইডেন, গাভাস্কার, অ্যারন ফিঞ্চ, টম মুডি, পল কলিংউডরাও। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন কোচ মুডি তাঁর সেরা চার বাছাই করতে গিয়ে সবার আগে বেছে নিয়েছেন নিজের দেশকে, 'আমার প্রথম পছন্দ অস্ট্রেলিয়া, কারণ এই দলটা আইসিসি টুর্নামেন্টে অদ্বিতীয়। আর দ্বিতীয় দল হিসেবে থাকবে ভারত। ভালো দল, গভীরতা আছে। স্পিন বিভাগ ও বৈচিত্র্যময় ব্যাটসম্যানের কারণে শক্তিশালী। এ ছাড়া যশপ্রীত বুমরার মত একজন বোলার আছে।'

মুডির চোখে আর দুই সেমিফাইনালিস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ড। তার মতে, দক্ষিণ আফ্রিকা এগিয়ে থাকবে মিডল অর্ডার ব্যাটিংয়ের জন্য, আর ইংল্যান্ড বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বলে। ইংল্যান্ডের ২০১০ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কলিংউডের তালিকায় অবশ্য প্রোটিয়ারা নেই, ভারত, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আছে এবারের স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ক্যারিবীয়রা চেনা কন্ডিশনের কারণে এগিয়ে আছে বলছেন গাভাস্কার, ফিঞ্চ,লারা।

কার চোখে সেমিফাইনালে কোন দল:
ব্রায়ান লারা: ভারত, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান
সুনীল গাভাস্কার: ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ম্যাথু হেইডেন: অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা
পল কলিংউড: ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ভারত
ক্রিস মরিস: ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া
টম মুডি: অস্ট্রেলিয়া, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড
অ্যারন ফিঞ্চ: ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ
মোহাম্মদ কাইফ: ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড
এস শ্রীশান্ত: ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড।

স্কুল বালিকা ক্রিকেট দলের নেতৃত্বে অবিধা এবারও সেরার লক্ষ্যে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর আন্তঃ স্কুল বালিকাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে দুই জুন থেকে।

গেলোবছর আত্মপ্রকাশেই চমক দিয়েছিলো। হয়েছিলো সদরের সেরা স্কুল। সাফল্যের ধারা এবারও বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ওই স্কুলের ক্রিকেটাররা। ২ জুন থেকে শুরু হচ্ছে সদর আন্ত: স্কুল টি-২০ ক্রিকেট। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার উদ্যোগে। উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামবে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে। অবিধা বর্ধনকে নেতৃত্ব দিয়েই এবার দল গড়েছে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির। ১৭ মে থেকে ড্রপ গেইটের সি আই ডি মাঠে চলছে জোড় প্রস্তুতি। কোচ রাণু চন্দ্র দাসের তত্বাবধানে। ক্রিকেটারদের প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়ে চলছেন স্কুলের অধ্যক্ষা রত্না মজুমদার। এছাড়া মাঠে এসে দলীয় ক্রিকেটারদের উৎসাহ দিয়ে চলছেন স্কুলের দুই স্বামীজি অচলানন্দ জি মহারাজ এবং বোধিস্বত্ব নন্দ জি মহারাজ। বৃহস্পতিবার সকালে অনুশীলন শেষে কোচ রাণু দাস বলেন, 'ব্যাটিং-বোলিং- দু বিভাগেই আমার মেয়েরা শক্তিশালী। বিশ্বাস করি এবারও মেয়েরা হতাশ করবে না। সাফল্য পাবোই আমরা'। স্কুলের ১৫ সদস্যের ক্রিকেটাররা হলো: অবিধা বর্ধন (অধিনাযিকা), স্নেহা দত্ত, আয়ুষী সাহা, আবিরী সাহা, শায়ন্তিকা চন্দ, প্রজ্জলিকা চক্রবর্তী, প্রীয়াশি রায়, অভিজ্ঞা বর্ধন, গায়েত্রী রবি দাস, সাজনা মালাকার, সোনাক্ষি নম: শুদ্র, অশ্মিতা রায়, শ্রেষ্ঠা চক্রবর্তী, ঋত্বিকা পাটারি এবং দৈতা চৌধুরি। কোচ: রাণু চন্দ্র দাস।

টিসিএ-র উদ্যোগে অনূর্ধ-১৫ বালিকা ক্রিকেটারদের ওপেন ট্রায়াল শুরু ৩ জুন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ বালিকা ক্রিকেটারদের ওপেন ট্রায়াল ক্যাম্প শুরু হচ্ছে ৩ জুন থেকে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে এই ওপেন ট্রায়াল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। ৩ জুন, প্রথম দিন তেলিয়ামুড়ার দশমী ঘাটে ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে বিশেষ করে তেলিয়ামুড়া, আমবাসা, খোয়াই এবং কমলপুরের অনূর্ধ ১৫ বালিকা ক্রিকেটাররা অংশ নিতে পারবে। ওই দিন সকাল দশটার মধ্যে মাঠে রিপোর্ট করতে হবে। এই ওপেন ট্রায়ালের ব্যবস্থাপনায় রয়েছে তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। ৫ জুন সকাল দশটা থেকে শান্তির বাজারের বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল গ্রাউন্ডে শান্তির বাজার, বিলোনিয়া, অমরপুর, গন্ডাছড়া, উদয়পুর এবং সাব্রুমের অনূর্ধ ১৫ বালিকা ক্রিকেটাররা ওপেন ট্রায়ালে অংশ নেবে। এর দায়িত্বে রয়েছে শান্তির বাজার সাব ডিভিশন ক্রিকেট এসোসিয়েশন।

একইভাবে ৭ জুন সকাল দশটায় ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে ধর্মনগর, কৈলাশহর, লংতরাই ভ্যালি এবং কাঞ্চনপুরের অনূর্ধ ১৫ বালিকা ক্রিকেটাররা ওপেন ট্রায়ালে অংশ নেবে। দায়িত্বে রয়েছে ধর্মনগর সাব ডিভিশন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। ১১ জুন সকাল দশটায় আগরতলায় এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ওপেন ট্রায়ালে সদর, বিশালগড় মোহনপুর, সোনামুড়া এবং জিরানিয়ার অনূর্ধ ১৫ বালিকা ক্রিকেটাররা অংশ নেবে। দায়িত্বে থাকবে সদর সাব ডিভিশন। উল্লেখ্য, অংশগ্রহণকারী বালিকা ক্রিকেটারদের জন্ম তারিখ হতে হবে ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ থেকে ৩১ আগস্ট ২০১২ এর মধ্যে। বলা বাহুল্য, এই ট্রায়াল ক্যাম্পে প্রধান কোচ হিসেবে তপন কুমার দেব, ব্যাটিং কোচ শুভ্র পাল, পেসারদের জন্য বোলিং কোচ ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, স্পিনারদের জন্য বোলিং কোচ অনুপম দে, ফিজিও হিরালী দেববর্মা। দায়িত্বে থাকবেন। ট্রায়াল ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী বালিকা ক্রিকেটারদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টস এবং কাগজপত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাবমিট করতে বলা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আইনজীবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব ইঞ্জিনিয়ার ফোরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে : আদালত চত্বরে বিদ্যুৎ দপ্তরের সিনিয়র ম্যানেজার আক্রান্ত ও হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে।বিদ্যুতের দাবিতে অবরোধ ও বিক্ষোভের কর্মসূচিতে আইনজীবীর দ্বারাই তাঁর আক্রান্ত ও হেনস্তার অভিযোগে প্রতিবাদে সরব হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার ফোরাম। পর্বতী সময়ে ফোরামের তরফ থেকে বিদ্যুৎ নিগমে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

এদিন জনৈকা ইঞ্জিনিয়ার অভিযোগ করেন,আদালত চত্বরে আইনজীবী ছাড়াও বিভিন্ন দফতরের কর্মীরা উপসিত ছিলেন। সেখানেই আইনজীবিদের হাতে বিদ্যুৎ দপ্তরের সিনিয়র ম্যানেজার অপু পাল আক্রান্ত হয়েছেন। ওই ইঞ্জিনিয়ারের দাবি, গতকালের ঘটনা পূর্ব পরিকল্পনার পরিণতি। এরই প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার ফোরাম।

এদিন জনৈকা ইঞ্জিনিয়ার বিরক্তির সুরে বলেন, ঝড়বৃষ্টির পর বিদ্যুৎ পরিষেবা সাথে সাথে প্রদান করা সম্ভব নয়,জনগণকে বুঝতে হবে। কারণ, বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে নানা প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। তাঁর দাবি, ঝড়বৃষ্টির পর বিদ্যুৎ কর্মীদের প্রথমে ১১০০০ ভোল্টের লাইন সারাইয়ের নির্দেশ দেওয়া থাকে। এরপর তাঁরা এলটি লাইন সারাই যেতে পারেন। স্বাভাবিক তাতে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন হয়।

তিনি জোর গলায় দাবি করেন, এমন কোনো রাজ্য নেই যেখানে ঝড়বৃষ্টির পর পরেরই বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব। কারণ, ঝড়বৃষ্টির প্রভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা বির্পযস্ত হয়ে পড়ে।

জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২১ জনের, আহত ২৯ জন

জম্মু, ৩০ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে গভীর খাদে পড়ল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ২৯ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু জেলার আখনুরের চুঙ্গি মোড় এলাকায়। জম্মু-পুঞ্চ হাইওয়ে থেকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই বাসটি।

পুণ্যার্থীদের নিয়ে যাচ্ছিল বাসটি, আচমকাই পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় বাসটি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের, পুলিশ ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল ২৯ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের ট্রান্সপোর্ট কমিশনার রাজিন্দর সিং তারা বলেছেন, আখনুরের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের, এছাড়াও ২৯ জন আহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা।জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে গভীর খাদে পড়ল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২২ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ৬০ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু জেলার আখনুরের চুঙ্গি মোড় এলাকায়। জম্মু-পুঞ্চ হাইওয়ে থেকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই বাসটি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। নিহতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।পুণ্যার্থীদের নিয়ে যাচ্ছিল বাসটি, আচমকাই পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় বাসটি। জম্মুর বিভাগীয় কমিশনার রমেশ কুমার বলেছেন, বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২২ জনের, পুলিশ ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল ৬০ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করেছে। জম্মু ও কাশ্মীরের ট্রান্সপোর্ট কমিশনার রাজিন্দর সিং তারা বলেছেন, আখনুরের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২২ জনের, এছাড়াও ৬০ জন আহত হয়েছেন।

পেট্রোল পাম্পে হানা মহকুমা প্রশাসনের কালোবাজারির অভিযোগ জনগণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ মে: জনগণের অভিযোগের জেরে তেল কালোবাজার চক্রের মূল মাস্টারমাইন্ড বিমল করের ডেরায় হানা তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন সহ মহকুমা খাদ্য ও জন সংবরণ দপ্তরের, ঘটনা বৃহস্পতিবার।

খবরে প্রকাশ, তেলিয়ামুড়া''র মেসার্স নর্মদা পেট্রোল পাম্পের কালোবাজারি কাণ্ডে নড়েচড়ে বসল মহকুমা প্রশাসন এবং খাদ্য ও জনসংবরন দপ্তর। বৃহস্পতিবার দপ্তরের তরফ থেকে এই পেট্রোল পাম্প পরিদর্শন করে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদমাধ্যমের সাথে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে খাদ্য দপ্তরের উপনিয়ামক শুভঙ্কর চৌধুরী বলেন, তেলিয়ামুড়ার মেসার্স নর্মদা পেট্রোল পাম্পের বিরুদ্ধে বোতলে করে পেট্রোল কালোবাজারির অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে এবং ম্যানেজার নিজেও এই বিষয়ে স্বীকার করেছেন। গোটা বিষয় নিয়ে সমস্ত অভিযোগ এবং তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত আকারে রিপোর্ট জমা হচ্ছে এমনটাই জানিয়েছেন শুভঙ্কর বাবু।

এখন দেখার বিষয় এভাবে প্রকাশ্যে পেট্রোলের কালোবাজারি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়া তেলিয়ামুড়ার মেসার্স নর্মদা পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার তথা পেট্রোপণ্য কালোবাজারি চক্রের মূল মাস্টারমাইন্ড তথা দালাল বিমলের বিরুদ্ধে কি ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য, বুধবার একদিকে সাধারণ মানুষ পেট্রোলের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও অন্য দিকে এই পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার বিমল করের প্রত্যক্ষ মদতে প্রকাশ্যে কালোবাজারি চক্রের পান্ডাদের পেট্রোল ডিজেল প্রদান চলছিল, এ বিষয়টা সাংবাদিকদের নজরে আসার পর বিমল কর দাবি করেছিলেন, উনার নাকি এরকম ভাবে বোতলে করে পেট্রোল দেওয়ার বৈধতা রয়েছে।

যতটুকু খবর বিমল কর এদিক ওদিক ম্যানেজ করে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, যদিও প্রশাসন যথেষ্ট নড়েচড়ে বসেছে বলে খবর।

তলিয়ে যাওয়া ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ৩০ মে: অবশেষে তিনদিন পর জলে তলিয়ে যাওয়া ব্যক্তিঙ্কর পচাগলা মৃতদেহ গোমতী নদী থেকে উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার মেলাঘর ইন্দিরা নগর ৯ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা করিম খান গোমতী নদী থেকে বন্যার জলে ভেসে আসা লাকড়ি ধরতে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু জলের প্রবল স্রোতে করিম খান জলের নিচে তলিয়ে যায়। পরে মেলাঘর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এবং এন ডি আর এফ কর্মীরা দীর্ঘ সময় ধরে নদীতে করিম খানের দেহ উদ্ধারে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু করিম খানের দেহ উদ্ধার হয়নি। অবশেষে বৃহস্পতিবার সাত সকালে স্থানীয় এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে বালির চরে করিম খানের পচা গলা দেহ দেখতে পায়।

সাথে সাথে তাঁরা খবর দিয়েছেন মেলাঘর থানায় এবং দমকলকর্মীদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গিয়েছে দমকল কর্মীরা কিন্তু আড়াই ঘণ্টা পর মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। পরে পুলিশ নদী থেকে করিম খানের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। মেলাঘর থানার পুলিশ আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

২০ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ মে: কুড়ি লক্ষাধিক টাকার নেশাজাতীয় কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টে। মাদক কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ওয়াচপোস্ট পুলিশ। বুধবার দশ লক্ষাধিক টাকার বিদেশি সিগারেট উদ্ধারের পর আজ বৃহস্পতিবার ফের নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে বাজারিছড়ার চুড়াইবাড়ি পুলিশ।

অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, আজ সকালে অভিযান চালিয়ে একটি কন্টেইনার (পণ্যবাহী লরি) থেকে ২০ লক্ষাধিক টাকার নেশা জাতীয় কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা। নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়। তারা উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা গম্ভীর সিং, কুলদীপ যাদব এবং সন্তোষ যাদব।তিনি জানান, আজ সকালে গুয়াহাটি থেকে এইচআর ৩৭ ই ৪২৩৪ নম্বরের ভিআরএল লজিস্টিক লিমিটেডের একটি কন্টেইনার অনলাইন সামগ্রী নিয়ে ত্রিপুরার রাজধঝানী আগরতলার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে চুড়াইবাড়ি ওয়াচপোস্টে পৌঁছে। পুলিশ কর্মীদের নিয়ে লরিতে তালাশি চালান তিনি।তালাশি চালিয়ে বিভিন্ন সামগ্রীর আড়াল থেকে ২, ১০০ শিশি নেশার এসকফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলির কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকার বেশি হবে।পুলিশ অফিসার মিলি জানান, ধৃতদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গন্ধবিহীন এ জাতীয় নেশা সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা বাংলাদেশে। বাংলাদেশে প্রতি শিশি কফ সিরাপ এক হাজার থেকে ১,২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়।

ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির মাধ্যমে জনগণের কাছে গুণমান সম্পন্ন খাদ্য পৌঁছে দিতে সচেষ্ট দপ্তর : মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে: ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির মাধ্যমে জনগণের কাছে সঠিক এবং গুণমান সম্পন্ন খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে সচেষ্ট রাজ্যের খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তর। আজ দুপুরে উষাবাজার সংলগ্ন পাইওনিয়ার আটা মিল পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন খাদ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিন তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পিডিএস সিস্টেম চালু নেই। কিন্তু ত্রিপুরার পিডিএস সিস্টেম খুব শক্তিশালী। জনগণ নায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে কম দামে জিনিস পাচ্ছেন।এদিন তিনি বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন কলকারখানা হওয়ার সুবাদে প্রচুর বেকার যুবকরা কাজ করতে পারছেন। আগামীদিনে রাজ্যে আরও কলকারখানা তৈরী হলে বেকারত্ব হ্রাস পাবে।

বাম আমলের নিম্নমানের কাজকেই দায়ী করলেন বিধায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ মে: ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের বাউন্ডারি ওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পরে যায়। কারণ নির্মাণ কাজ নিম্নমানের হওয়াতেই অতিবৃষ্টিতে বাউন্ডারি ওয়াল ভেঙে পরে গিয়েছিল। স্থানীয় বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ভেঙ্গে পড়া বাউন্ডারি ওয়াল পরিদর্শন করতে যান। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত বাউন্ডারি ওয়ালটির বিভিন্ন দিক সরজমিনে খতিয়ে দেখেন।

এরপর সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে কল্যাণী সাহা রায় দাবি করেন, বাম সরকারের আমলে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে নির্মাণ কাজের গুণমান বজায় না রেখে কাজ করার ফলেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওয়ালটি ভেঙে পরে গেছে। তাছাড়া প্রথম থেকেই মহকুমা হাসপাতালের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত ত্রুটি নিয়ে তিনি সরব হয়েছিলেন। এখন সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও দাবি করেন বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এদিন বিধায়িকার সাথে ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর নীতিন কুমার সাহা, প্রদীপ ধর এবং এসডিএমও চন্দন দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

গণনা কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলেন পশ্চিম জেলার রিটার্নিং অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে: পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্টের নিয়ে উমাকান্ত স্কুলের গণনা কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়েছেন পশ্চিম জেলার রিটার্নিং অফিসার ডঃ বিশাল কুমার। তিনি গণনা কেন্দ্র ঘুরে যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন।পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, আগামী চার জুন লোকসভা নির্বাচন এবং রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট গণনা হবে। ভোট গণনাকে সামনে রেখে আজকের এই পরিদর্শন। এদিন তিনি বলেন, সমস্ত স্ট্রং রুম সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে। কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী স্ট্রং রুমের নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছেন। এদিন তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে গণনাপ্রক্রিয়া সমস্ত বিষয় দেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্টদের থেকে সহযোগিতার আশ্বাস মিলেছে। গণনা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

ম্যালেরিয়া মোকাবেলায় আগাম কর্মসূচি গ্রহণ উনকোটি জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩০ মে: ম্যালেরিয়া মোকাবেলায় আগাম কর্মসূচি গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক প্রচার এবং মশারী বিতরণ শুরু হয়েছে। মশা সহ অন্যান্য পতঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন থাকতে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।জাতীয় পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ঊনকোটি জেলায় ম্যালেরিয়া তথা অন্যান্য পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মশারি বিতরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। মোট ৫৭ হাজারের উপর মশারি বিতরণ করা হবে ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির মধ্যে। ইতিমধ্যে মশারি বিতরণ চলছে।আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তা সম্পন্ন হয়ে যাবে।তাছাড়া জেলাজুড়ে প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে আশাকর্মী, এএনএমও, এমপিডব্লিউ কর্মীরা যাচ্ছেন। তারা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের শারীরিক পরীক্ষা করছেন। যদি জ্বরের সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাছাড়াও তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গুর মশা যে জায়গাগুলোতে জন্মায় সে জায়গাগুলো দেখলে সেই জায়গা সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের ওয়াকিবহাল করছেন।তাদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বুঝাচ্ছেন যে, ডেঙ্গু থেকে কীভাবে বাঁচা যায়।যে জায়গাগুলোতে মশারি বিতরণ করা হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত সেই সব বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকেদের নিয়মিতভাবে মশারি ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করছেন আশা, এএনএম ও এমপিডব্লিউ কর্মীরা।এই জেলার মোট ২৯ টি গ্রামকে ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সমস্ত গ্রামে আরও তীব্রতর নজরদারি চলছে বলে জানান,জেলা ম্যালেরিয়া অফিসার ডা.শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ।তিনি বলেন,আশা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করছেন।

অল্পেতে প্রাণ বাঁচলো বাইক চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ মে: অল্পেতে প্রাণে বাঁচলো বাইক চালক। ঘটনা বিশালগড়ে। এক বাইক চালক তার বাইক রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে ঔষধ কেনার জন্য ঔষধের দোকানে গিয়েছিলেন। বাইকটি রেখে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটি যাত্রীবাহী বাস এসে বাইকে ধাক্কা দেয়। তাতে বাইকটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাইকের চালক ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গেছেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার যাত্রীবাহী বাস হাসপাতালের সামনে এসে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাইকের উপর উঠিয়ে দেয়। ঘটনায় চালক ও সহ চালক পালিয়ে যায়। বাইক চালক জানান, বাইক রেখে ওসুধের দোকানে গিয়েছিল। তারপরই এই ঘটনা। কয়েক সেকেন্ড আগে হলেই তার উপরে উঠে যেতো গাড়িটি। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

প্রবল বর্ষণে রাস্তা ফেটে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ মে: সাম্প্রতিক বর্ষণে চরিলাম ব্লক এলাকায় পিচের রাস্তা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চরিলাম মধ্যপাড়া এলাকায় রাস্তায় বড় ফাটল দেখে বিপদের আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। চড়িলাম আর ডি ব্লক থেকে ৫০ মিটার দূরত্বে দক্ষিণ চড়িলাম মধ্যপাড়া পীচের রাস্তায় দেখা দিয়েছে বড় ধরনের ফাটল। যেকোনো সময় রাস্তাটি ভেঙ্গে চলে যাবে পুকুরে। রাস্তাটি সারাইয়ের কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষ। এমনটাই অভিযোগ গ্রামের মানুষের।

এই রাস্তাটি চড়িলাম বাজার থেকে চড়িলাম ব্লক হয়ে দক্ষিণ চড়িলাম মধ্যপাড়া হয়ে একেবারে হেরমা ধারিয়া তল রংমালা রামনগর হয়ে একেবারে তকসা পাড়া পর্যন্ত গিয়েছে। এই রাস্তাটি চড়িলামের সঙ্গে গোটা পার্বত্য এলাকার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে শতশত যানবাহন এবং হাজার হাজার মানুষ চলাফেরা করে। কি কয়েকদিনের বৃষ্টিতে রাস্তাটির অর্ধেক অংশ চলে গিয়েছে পুকুরে। আর বাকি অর্ধেক অংশে বড় ধরনের ফাটল দেখা দিয়েছে।

যেকোনো সময় যানবাহন সমেত পথচারী একেবারে রাস্তা সহ পুকুরে চলে যেতে পারে। কোন ধরনের হেলদোল নেই বিশ্রামগঞ্জ পিডব্লিউডি অফিসের। অতি দ্রুত গ্রামের মানুষ পুকুরের পাড়ে ইটের রিটার্নিং ওয়াল দিয়ে রাস্তাটিকে রক্ষা করার জন্য দাবী জানিয়েছে। না হলে যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের অঘটন। কারণ বৃষ্টির দিন সবে মাত্র এসেছে। যদি অতি দ্রুত রাস্তাটি সারাই করা না হয় তাহলে যেকোনো সময় গ্রামের মানুষ আন্দোলনে বসে যেতে পারে বলে খবর। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

চোরের মারে গৃহকর্তার মৃত্যু, ধৃত ১

উত্তর ২৪ পরগনা, ৩০ মে (হি. স.): চুরির সময় প্রায় হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলেন। বাধা দেওয়ায় কাঁচরাপাড়ার এক বাসিন্দাকে খুন হতে হয়েছে। সেই ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। অভিযুক্তের আরও এক সঙ্গীর খোঁজ তল্লাশি চালাচ্ছে তারা। ধৃতের নাম মুহম্মদ ফারুক। সে কাঁকিনাড়ার বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে খুন ও লুঠপাঠের ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।কাঁচরাপাড়ার পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুনীল সাউ। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সুনীলের বাড়িতে চুরি করতে হানা দিয়েছিল ফারুক ও তার এক সঙ্গী। তখন সুনীলের বাড়ি ফাঁকা ছিল। তিনি ও তাঁর স্ত্রী কাজে গেছিলেন। বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরে আসেন সুনীল। দরজা খুলতেই দেখেন পিছনের দরজার অংশ কাটা। বাড়িতে ফারুক ও তার সঙ্গী লুটপাট চালাচ্ছে। সুনীল ফারুককে চিনতেন না। ফারুকদের বাধা দিতে গেলে সুনীলের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। সেই সময়ে সুনীলকে ধরে ব্যাপক মারধর করে ওই দুই যুবক। তাতে সুনীলের মৃত্যু হয়। এরপরে সুনীলের দেহ খালের জলে ফেলে পালিয়ে যায় তারা।

এর পর সুনীলের স্ত্রীর বাড়ি ফিরলে, তিনি দেখেন ঘরের সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে। পিছনের দরজা ভাঙা। বাড়ির পিছনের দিকে গেলে ওই মহিলা খালের জলে স্বামীর দেহ ভাসতে দেখে চিৎকার করে ওঠে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এদিকে দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে।

নাগিছড়ায় হর্টিকালচার রিসার্চ সেন্টার পরিদর্শন বাংলাদেশের বহুজাতিক কোম্পানির পরিচালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে: রাজ্য থেকে উৎপাদিত কৃষিপণ্য সামগ্রী বাংলাদেশে আমদানি করতে রাজ্য কৃষি দক্তরের অধীন নাগিছড়া হর্টিকালচার রিসার্চ সেন্টার ভিজিট করেন ঢাকা থেকে আগত একটি বহুজাতিক কোম্পানির পরিচালক খুর্শিদ আহমেদ। সংগে ছিলেন রাজ্যের ইন্দো- বাংলা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি প্রশান্ত ভট্টাচার্য। রাজ্য কৃষি দপ্তরের সাথে বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে কিছু করা যায় কি না তা খতিয়ে দেখতে খুরশিদ আহমেদ সাহেব আগরতলা আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দুই দিনের সফরে আগরতলায় এসেছিলেন তিনি। নাগিছড়াস্থিত রিসার্চ সেন্টার ভিজিট করে খুবই খুশি হয়েছেন তিনি। দুই দেশের যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনার ব্যাপারে পজিটিভ আশা ব্যক্ত করেন। এই ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে শীঘ্রই তিনি আগরতলা আসবেন বলে জানালেন। ইন্দো বাংলা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি তথা আমদানি রপ্তানি বানিজ্যের সাথে দীর্ঘদিন ধরে সম্পৃক্ত প্রশান্ত ভট্টাচার্য জানালেন যে যদি বাংলাদেশের এই বহুজাতিক কোম্পানির সাথে রাজ্য কৃষি দপ্তরের মৌ চুক্তি হয় তাহলে এইরাজ্যে কৃষকরা ভালো মূল্য পাবেন ও লাভবান হবেন। যৌথভাবে বা কনটাক্ট ফার্মিং করতেও তারা আগ্রহী বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।